ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 October 2022 ■ আগরতলা ৩০ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ১২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শনিবার আগরতলায় র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

বেআইনী সারের দোকানে অভিযান কৃষি তত্বাবধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। মনপাথর বাজারে অবৈধভাবে গজিয়ে উঠা সারের দোকানে অভিযান চালালো বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক।

কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়কের নিকট খবর আসে মনপাথর বাজারে কিছু সংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে কৃষিজ সার ও কৃষিজ বীজ বিক্রি করছে। যাদের কোনো প্রকার বৈধ লাইসেন্স নেই। এই খবর পাওয়ার পর শনিবার মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস, বগাফা কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে মনপাথর বাজারে বিশেষ অভিযান চালান তিনি। কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারের স্বর্গরাজ্য কলমচৌড়া রণক্ষেত্র

গ্রামবাসী ও পাচারকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে মহিলা সহ আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,২৯ অক্টোবর।। পাচারের স্বর্গরাজ্য কলমচৌড়া। গ্রামবাসী ও পাচারকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে মহিলাসহ তিনজন আহত হয়েছে। ঘটনায গোটা এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

গরু পাচার কার্যে বাধা দেওয়ায় পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হতে হয় স্থানীয় লোকজনদের। ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনায় আক্রান্তদের তরফে নয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় কলমচৌড়া থানার দ্বারস্থ হয়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, পুটিয়া পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পাখি বেগম সহ তার দেবর এবং স্বপ্না বেগম নামে অপর এক মহিলা আক্রান্ত হয়েছেন পাচার কারীদের দ্বারা। জানা যায়, আক্রান্তদের বাড়ি পুটিয়া পঞ্চায়েত এলাকার ভারত-বাংলা সীমান্তের কাটা তারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায়। ফলে সীমান্তে যখন পাচার কারীরা রাত নীশিতে তাদের বিভিন্ন পাচার কার্য সম্পন্ন করে থাকে তখন কখনো কখনো সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ জওয়ান কর্তৃক তাড়া খেয়ে তাদের বাড়ির আনাচে কানাচে আশ্রয় নিয়ে থাকে। যার ফলে কখনো কখনো জওয়ানদের নানান প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয় পাখি বেগমদের।

কিন্তু আন্যান্য দিনের মতো শনিবার দুপুরে পাচার কারীর দল যখন বিএসএফের চোখে ধূলো দিয়ে পাখি বেগমদের বাড়ির উপর দিয়ে গিয়ে সীমান্তের কাটা তারের বেড়া ফাঁকা করে তাদের কার্য সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে তখন তিনি সহ তার বাড়ির লোকজন বাধা প্রদান করে। আর এতেই পাচারকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বলে অভিযোগ। এক সময়ে উভয়দের মধ্যে বাক বিতন্ডা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে বাড়ির মালিক পাখি বেগম সহ অন্যান্যদের দা লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাগমায় কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ, পার্টি অফিস ভাঙচুর, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপর বিজেপির হামলা, আহত ২, ভাঙচুর ও লুটপাট কংগ্রেস ভবনে বলে অভিযোগ। ঘটনা বাগমা বাজারে। রাতের আধারে বাগমা বাজারে বিজেপি ও কংগ্রেসের অফিসে ভাঙচুর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে বাজারে উত্তেজনা এবং দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ। আহত দুই কংগ্রেস কর্মী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় উদয়পুর বাগমা বাজারে শুক্রবার রাতে কে বা কাহারা বাজারে থাকা বিজেপি ও কংগ্রেসের অফিস ভাঙচুর করেছে। এই ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। দুইদলের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতে দলীয় কাজ সেরে যে যার মতো করে দলীয় কর্মীরা বাড়িতে চলে যায়। শনিবার সকালে বাগমা বাজারের ব্যবসায়ীরা ও পথচারিরা দুই রাজনৈতিক দলের অফিসের সামনে থাকা টিনের ছাউনি ভাঙা দেখে দুই দলের নেতাদের খবর দেওয়া হয়। নেতারা এসে পরিস্থিতি দেখে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করেন।

খবর পেয়ে বাগমা ফাঁড়ী থানার পুলিশ ছুটে আসেন। উল্লেখ্য ৩১ শে অক্টোবর প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কংগ্রেস ভবনের সামনে নিমাই সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান ছিল। তার জন্য অস্থায়ী ছাওনি তৈরি করা হয়েছিল।সেই ছাউনিটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজটিলায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। জঙ্গলের পরিত্যক্ত যাত্রীর শেডঘর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলেজটিলা এলাকায়। শনিবার সকালে কলেজটিলা এলাকায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

জানা যায় এলাকাবাসী প্রাতঃ ভ্রমনে বেড়িয়ে যুবকের মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখতে পান কলেজটিলা জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত যাত্রীর শেডঘরে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় পূর্ব থানায় ও কলেজটিলা পুলিশ ফাড়িতে। পরিবার লোকজন যুবকের সনাক্ত করে জানিয়েছেন, তাঁর নাম প্রীতম দেবনাথ (২১) ওরুফে রাজু। বাড়ি আড়ালিয়া মধ্যপাড়ায়। জানা যায় পাইপ লাইনের কাজ করতেন সেই যুবক।

পরিবার সূত্রের খবর, অতিরিক্ত নেশা করত যুবক। গত দুবছর নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে রাজু। তারপর পরিবার লোকজনের নজরদারিতে ছিল প্রীতম। শুক্রবার কাজে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় রাজু কিন্তু কাজ না হওয়ায় ফিরে আসে সে। জানা যায় বিকাল বেলা কলেজটিলা এলাকায় শেষ বারের মতো ঘুরাঘুরি করতে দেখা যায় তাকে। শনিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতদেহ উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়ার পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধরণা যুব কংগ্রেসের, পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যের চারদিকে চলছে খুন সন্ত্রাস আর ধর্ষণ, আর এটাই কি বিজেপির সুশাসন, এমনটাই প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসল যুব কংগ্রেস। এদিন দুপুরে প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গিয়ে ধর্নায় বসে যুব কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি রাখু দাস জানান, বিজেপি সুশাসনের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে প্রচার করছে। কিন্তু সুশাসনের নামে

চলছে কুশাসন।

সম্প্রতি কমলপুর কল্যাণপুর আগরতলা যোগেন্দ্রনগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণ গণধর্ষণ এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এই ঘটনাগুলির সাথে জড়িত বিজেপির প্রভাবশালী নেতারা। তিনি আরো অভিযোগ তুলে বলেন কমলপুর গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িত মন্ত্রী ভগবান দাসের ছেলে। আর এই ঘটনার ধাপাঝাপা দিতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন করে মিথ্যা কথা বলছেন। একইভাবে কল্যাণপুরের যে গণধর্ষণের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে তাতেও বিজেপির দলের নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং দুজন সদস্য জড়িত।

কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ২৩ ■ ৩০ অক্টোবর ২০২২ ইং ■ ১২ কার্তিক ■ রবিবার ■ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দায়িত্বশীল মানসিকতার চাই

যে কোন দেশের কিংবা রাজ্যের অথবা প্রদেশের সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের গৃহীত সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার এবং আমলাদের। তাহারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সরকার গৃহীত পরিকল্পনা কোনদিন এই সফল হইবে না। জনগণ তাহার সুফল ভোগ করিতে পারিবেন না। আজ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে। আজকের দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণও বটে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন বলিয়াই দেশ ,রাজ্য ও সমাজ উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনে ইঞ্জিনিয়ারদের যেমন গর্বের দিন ঠিক তেমনি তাহাদেরকেও আজকের দিনে আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তাহাদেরকে আরো যত্নবান হইতে হইবে।দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষের দ্বারাই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। যাহারা দায়িত্ববান তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা দায়িত্বহীন।এই ধরনের মানসিকতার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টির হইতেছে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিলে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।যে কোনও সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বড়সড় ইস্যু হাজির হইলে সম্মিলিতভাবে আমাদের উচ্চকিত প্রতিবাদের ধরন দেখিলে মনে হয়, আমরা সকলেই বুঝি একটি আদর্শ সমাজ, আদর্শ সরকার, আদর্শ পরিবেশ চাই। ফেসবুকে আলোচনা দেখিয়া মনে হয় চারদিকে কত সৎ, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, ডিসিপ্লিনড মানুষ আছেন। তাহা হইলে চারপাশে এত নীতিহীনতার ছড়াছড়ি কেন? উন্নত সমাজ গড়িয়া উঠুক এজন্য আমাদের উদ্বেগের অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা নিজেরা কতটা উদ্যোগী? কী কী করিয়াছি অথবা করছি সামাজিক কোনও ইতিবাচক উৎকর্ষ নির্মাণে? নাকি শুধুই নানারকম ঘটনার নিরাপদ প্রতিবাদ করিয়া দায়িত্ব শেষ? আমরা নিজেরা নিজেদের ডিউটিগুলো ঠিকভাবে পালন করিতেছি তো? চেনাজানা লোকগুলো কি আমাদের আদৌ সিরিয়াসলি নিতেছে? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন? যে ডাক্তাররা রোগীকে নানারকম টেস্ট করিতে দিয়ে ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক থেকে নিয়ম করিয়া কমিশন নিয়া থাকেন, তাঁহারাও নাকি দুর্নীতি আর অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব। যে শিক্ষক স্কুলের ক্লাসের থেকে বেশি মনোযোগী হইয়া নিখুঁতভাবে পড়ান ব্যক্তিগত টিউশনে, তিনিও নাকি সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব। যে সরকারি কর্মচারী পরিষেবা দেওয়ার জন্য পাবলিকের থেকে বিনিময়ে কিছু পাইয়া থাকেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন জনপ্রতিনিধিদের আচরণে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই যাঁহারা ট্যাক্স কনসালট্যান্টকে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। যে ঠিকাদার বিকেলে বন্ধুদের আড্ডায় রাজনীতিকে চরম আক্রমণ করেন, তিনিই সকালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য কোনও নেতা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিসারকে ঘুষ দিয়া আসেন। অথচ অসংখ্য সৎ ডাক্তার, সৎ শিক্ষক, সৎ সরকারি কর্মচারী, সৎ প্রফেশনাল, সৎ ব্যবসায়ী, সৎ ইঞ্জিনিয়ার আছেন। কিন্তু যাঁহাদের জন্য এসব পেশা অথবা আইডেন্টিটির বদনাম হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে খুব কম মানুষই মুখ খোলেন। আমার পাড়ায় কিংবা কর্মস্থলে অথবা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি অনিয়ম, অন্যায়, দুর্নীতি দেখিতে পাই, আমরা সচরাচর নিঃশব্দে সেগুলি থেকে নিজেকে সরাইয়া রাখি। আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ছোট ছোট অন্যায়, দুর্নীতির কতবার অফিসিয়ালি প্রতিকারের পথে যাই? প্রতিবাদ মানে ফিজিক্যাল এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ। ফেসবুকে নয়। যাই না কেন? কারণ, আইডেন্টিফাই হয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে। যদি প্রভাবশালীরা আমাদের উপর অত্যাচার করে তখন কে দেখিবে? এটা একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সেটি হইল ঝামেলায় না ঢোকা। এড়াইয়া যাওয়া। আমার কী দরকার ওসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিহ্নিত হইয়া যাওয়া? এটা সামাজিক দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়? যাতায়াতের পথে আমরা পাবলিক প্লেসে দল বাধিয়া আড্ডাধারীদের অশালীন ভাষা হজম করি নিজেকে বাঁচাইয়া। অটো, বাস, টোটো ইত্যাদি পাবলিকট্রান্সপোর্টের কর্মীদের দুর্বিনীত ব্যবহার মানিয়া নেই। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করি না। কারণ, তাহাদের পিছনে রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু পাবলিকও যদি সম্মিলিতভাবেই প্রতিবাদ করে, তাহলে রাজনীতিও ভয় পাইবে। আমরা সেই উদ্যোগগুলি নিই না। আর তাই আমাদের চারপাশেই কিন্তু বড় অপরাধের বীজগুলি বাড়িতে থাকে। একক প্রতিবাদের যুগ শেষ। কিন্তু সম্মিলিত প্রতিবাদের উদ্যোগেও কেন ভাটা পড়িছে?

আমরা বাচিয়া নিয়াছি সহজ পথ। সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে মিডিয়া, সরকার, রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা যায়। অনেকে একসঙ্গে প্রতিবাদ করা হইলে আর পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ভয় নাই। ফেসবুকের প্রতিবাদের গুরুত্ব নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদগুলি স্বল্পমেয়াদি। কোনও একটি ঘটনার প্রতিবাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনায় চলে আসে অন্য কোনও ইস্যু। কথা বলতে ভালোবাসা আজকের সমাজ একটি ইস্যুতেই দীর্ঘদিন থেকে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে।

নিঃশব্দে গরিব হচ্ছে ভারত

কাঞ্চন বসু

"হিন্দুস্তানের মুদ্রা এখন মৃত্যু গুণছে। অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, এমনকি পাকিস্তানের মুদ্রাও কখনও এভাবে ঝোড়ো গতিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েনি। আপনাকে (মনমোহন সিং) এর জবাব দিতেই হবে। দেশ আপনার কাছে জবাব চাইছে..." প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছর আগে সৌরাষ্ট্রের সভামঞ্চ থেকে ঠিক এই ভাষাতেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে আক্রমণ করেছিলেন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কী আশ্চর্য সমাপতন! আজ ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে জানতে চাইছে সমগ্র ভারতবর্ষ। নয় বছর আগে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই চাঙ্গা করতে হয়, সেই বটিকা তিনি জানেন। বর্তমানে তার রাজত্বেই টাকার মুল্যে এহিসিক পতন ঘটে চলেছে। তবে কি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই বটিকার রসায়ন ভূলে গেলেন নরেন্দ্র মোদি? স্বাধীন ভারতে কোনও প্রধানমন্ত্রীর আমলে ডলারের নিরিখে টাকার দরে এতটা পতন কখনও হয়নি, এতটা দাম-দুর্ভোগেরও কবলে দেশকে কখনও পড়তে হয়নি। ঐতিহাসিক তলানিতে এসে ঠেকেছে টাকার দাম। আমেরিকার ডলারের ৮০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। যে কারণে বহুদিন বাদে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৯৭ ডলারে নামলেও পেট্রোল-ডিজেলের দরে লাগাম পরাতে পারছে না মোদি সরকার। অটলবিহারী বাজপেয়ীর পাঁচ বছরের শাসন কালে ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রায় পতন হয়েছিল মাত্র তিন টাকা। তারপর মনমোহন সিংয়ের দশ বছরের জমানায় টাকার দাম করেছিল ১৩ টাকা। আর নরেন্দ্র মোদির জমানায় গত আট বছরে ডলার-সাপেক্ষ ভারতীয় মুদ্রার পতন হয়েছে ২৩ টাকা! বাড়ছে, যা বাণিজ্য ঘাটতিকে ইতিমধ্যে এক রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। ত্রেফ রদপি- বাণিজ্য ঘাটতির দরুন রাজকোষের যা ক্ষতি হয়েছে, তাকে স্বাধীন ভারতের সর্বকালীন আর্থিক অস্থিরতা (নাকি কেলেস্কারি) বললেও অত্যুক্তি হয় না। টানা তিন মাস ধরে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ১৫ শতাংশের উপর ঘুরছে। খাদযপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। শুধু আনাজের দাম বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। পাইকারি বাজারে আলুর দাম বেড়েছে ৩৯ শতাংশের উপর। ফলের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশের উপর। গমের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার যৎসামান্য কমে ৭.০২ শতাংশ হলেও তা এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সহনসীমা ৬ শতাংশের অনেকটা উপরে রয়েছে। খুচরো বাজারে আনাজের দাম ১৭ শতাংশের উপর বেড়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে অপরিশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে প্রায়সাড়ে ৭৭ শতাংশ, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতে ৪০ শতাংশের উপর মূল্যবৃদ্ধির ধাা। পাইকারি দাম চড়া থাকলে সব থেকে আগে ধাক্কা খান পণ্য উৎপাদনকারী। কারণ তারাই ওই বাজারের ক্রেতা। সেই বাড়তি খরচ উৎপাদকেরা ঠেলে দেন পণ্যের দামে। সেই চাপে।

সব মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির মাথায় উদ্বেগের নিকষ কালো মেঘ। সুদিন ফেরার দূরতম সোনালি রেখাও দেখা যাচ্ছে না। এমন সংকটকাল ভারতীয় অর্থনীতিতে আগে কখনও আসেনি। আপনি আটা কিনতে যান ৫ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে, কিন্তু হীরা কিনতে যান দিতে হবে মাত্র ১.৫ শতাংশ জিএসটি। স্বাধীনতার অমৃতকালে এ বড় সুখের কথা নয়। এমনাবস্থার জন্য দায়ী কে? তার থেকেও উদ্বেগের কথা হল, এ-সব নিয়ে সরকারকে প্রশ্ন করার কেউ নেই। যাদের ছিল, কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) কার্যত গভীর ঘুমে অচেতন। তারা এখন আর সরকারকে নিয়মিত রিপোর্ট দেয়না। অর্থনীতির দুরবস্থা নিয়ে যাদের কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কে প্রশ্ন করা, সেই সংসদও আর কোনও প্রশ্ন করে না। জানতে চায় না, দামের ছুটন্ত ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাতে বাপু তুমি কী ব্যবস্থা নিচ্ছ? টাকার এতিহাসিক পতনের নেপথ্যে মূল কারণ কিআন্তর্জাতিক মূল্যস্কীতি? মন্দার হাতছানি? রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ? অতিমারির সংকট? নাকি ক্রমাগত বাণিজ্য ঘাটতি? যতই 'মেক ইন ইন্ডিয়া', অথবা 'আত্মনির্ভরশীল ভারত' এর বাদ্যি বাজানো হোক, দেশের পণ্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলেই রফতানির ভুলারআমদানি করতে হচ্ছে অনেক বেশি। দেশের রফতানি বেড়েছে ঠিকই, তবে আমদানি সেই তুলনায় ঢের বেড়েছে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। টাকার পতনের অনিবার্য কারণ হিসাবে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম মনমোহন সিংয়ের সময়েও এমনভাবেই বাড়তে। কিন্তু তাই বলে টাকার দামে এমন পতন কখনও আসেনি। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ এখন ১,৫০০ কোটি ডলারের গণ্ডি পার করেনি। কিন্তু তারপর থেকে ভারতীয় বাণিজ্যকে এমন রাহুগ্রাস করল যে প্রতি মাসে ২০০০ কোটি ডলারের উপর ঘাটতি হতে শুরু করল।

২০২২ সালের জুন মাসে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২৬১৮ কোটি ডলার। আমদানির বহর বাড়ছে। তার থেকেও আশঙ্কার কথা হল, এমন সব পণ্যের আমদানি ইদানীং বেড়েছে, যা আগে হতো না। যেমন বিদেশ থেকে কয়লা, সোনা এবং বিশেষভাবে রুপো। শুধু গত মে-জুন মাসে আমাদের কয়লা আমদানি বেড়েছে ২৬০ শতাংশ। গত এক মাসে রুপোর আমদানি বেড়েছে ৬৫০০ শতাংশ! ফলে হাত পড়েছে বিদেশি মুদ্রার ভাণডারে। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার (ফোরেক্স) কমতে কমতে পয়লা জুলাইয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য বলছে, তা এসে ঠেকেছে ৫৮৮০০ কোটি ডলারে। যা এক বছর আগেও ছিল ৬৩, ৫০০ কোটি ডলার। ফোরেক্স হ্রাস পাওয়ায় তার সরাসরি অভিঘাত লেগেছে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের লগ্নিতে, যারা ভারতীয় বাজারে ডলারে বিনিয়োগ করে। তারা পিঠটান দিতে শুরু করেছে। ১৪ জুলাই যেদিন ডলারের দাম ৭৯ টাকা ৯৯ পয়সা হয়, সে,দিন মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের বাজার থেকে সরিয়ে নিয়েছে কমবেশি তিন লক্ষ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা বিশ্বকে সচেতন করে বলেছেন, আগামী দিন আরও কঠিন আসছে। এই সময় সবচেয়ে সমস্যায় পড়বে গরিব মানুষ। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট থেকে আমরা জেনেছি, বর্তমান বিশ্বে ৬৭-৭০ কোটি অভুক্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বাস ভারতে-২২ কোটি। এতৎসত্ত্বেও সরকারে 'প্রিমিয়ার ওয়াচডগ এজিন্সি সিএজি (ক্যাগ) নীরব। অথচ মনমোহন জমানায় টু-জি, কমনওয়েলথ, কোল ব্লক বন্টনের মতো উপর্যুপরি দুর্নীতির ঘটনা এই সিএজি (ক্যাগ) এর রিপোর্টের মাধ্যমেই প্রকাশ্যে এসেছিল। সিএজি'র ওইসমস্ত রিপোর্টকে হাতিয়ার করেই মনমোহন সিংয়ের সরকারের বিদায়ের জাল বুনেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ইউপিএ-২ শাসনের শেষ কয়েক বছর সরকার কতটা নীতি-পঙ্গুত্বের শিকার হয়েছে, সিএজি (ক্যাগ)-র একাধিক রিপোর্ট তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেই রিপোর্টই জানিয়েছি ল, শুধু কোল-ব্লক কেলেঙ্কারি থেকে দেশের রাজস্বে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। সিএজি (ক্যাগ)-র কিরোর্ট জানিয়েছিল, ঘুরপথেই টু-জি টেলিতরঙ্গ বন্টনের সূত্রে দেশের ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। ওই দুই কেলেঙ্কারির অঙ্ককে জুড়লে দাঁয় সাড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা। বিজেপি তখন বিরোধী আসনে। তারা গেল গেল রব তুলেছিল। আন্না হাজারে শুরু করেছিলেন তার এতিহাসিক দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান। অর্থ আজকের পরিস্থিতি? শুধুমাত্র ২০২২ সালের এপ্রিল, মে এবং জুন এই তিন মাসে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪১০ কোটি টাকা। ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত , যে সময় ডলারের মুল্য ছিল ৭৩-৭৪ টাকা, তখন বাণিজ্যে ঘাটতি হয়েছিল ৫.৬২ বিলিয়ন ডলার প্রায় ৪৪৯১৫ কোটি টাকা)। শুধুমাত্র টাকার দরে চাঞ্চল্যকর পতনের জন্য চন সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বাণিজ্যে অতিরিক্ত ঘাটতি অর্থাৎ ক্ষতি হয়েছে ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৮০ কোটি টাকা! কে প্রশ্ন করবে, আর কেইবা বা জবাব দেবে? জিএজি (ক্যাগ) ধৃতরাষ্ট্র সম হয়ে গেলে কে প্রশ্ন তুলবে জিডিপি'র (মোট আয়) তুলনায়ত্রমাগত

> সিএজি (ক্যাগ)-র রিপোর্ট জানিয়েছিল, ঘুরপথেই টু-জি টেলিতরঙ্গ বন্টনের সূত্রে দেশের ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। ওই দুই কেলেঙ্কারির অঙ্ককে জুড়লে দাঁড়ায় সাড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা। বিজেপি তখন বিরোধী আসনে। তারা গেল গেল রব তুলেছিল। আন্না হাজারে শুরু করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান। অথচ আজকের পরিস্থিতি? শুধুমাত্র ২০২২ সালের এপ্রিল, মে এবং জুন এই তিন মাসে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪১০ কোটি টাকা

বাজেট ঘাটতির পরিমাণ বাড়ছে কেন? মনমোহন সিংয়ের জমানায় একটি বছরের হিসাবে সিএজি'র সবচেয়ে কম রিপোর্টের সংখ্যা ছিল ৫৫।

২০১৫ থেকে সেই সিএজি (ক্যাগ) কার্যত হিমঘরে ঠাঁইপথেই টু জি নিয়েছে। মোদির জমানায় ।রা সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট দাখিল করে ২০২০ সালে, ১৪টি। ২০১৭- তে মাত্র আটটি রিপোর্ট। ২০১৯ সালে ক্যাগের রিপোর্টের সংখ্যা শূন্য। মোদি সরকারের এখন সত্যিই "আচ্ছে দিন"। ছন্নছাড়া বিরোধীরা তো বটেই, সিএজি (ক্যাগ) পর্যন্ত মোদি সরকারকে আর ব্রিত করে না। এই কাজ আরও যাদের করার কথা ছিল, সেই থেকে মিডিয়ার বৃহদাংশও টাকা অর্থনীতির দুর্গতি নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলে না। তাই নিয়ন ডলার সাধারণ মানুষের মনেও আর আগের মতো অসন্তোষ তৈরি হয় না। ১৯৯৮-২০০৪ সাল প্রিল থেকে পর্যন্ত, অর্থাৎ অটলবিহারি বাজপেরী জমানার ৬ বছরে ডলারের নিরিখে টাকার দর ৪২ থেকে কমে হয়েছিল ৪৫ টাকা। ২০১৪ সালে মনমোহন সিং যখন গদি ছাড়ছেন, তখনডলারের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮ টাকা। অর্থাৎ ইউপিএ-১ এবং ২ জমানার দশ বছরে টাকার দর পড়েছিল ১৩ টাকা। তা নিয়েই সংসদ তোলপাড় করেছিল বিজেপি। নরেন্দ্র মোদি যেদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, সেদিন ১ ডলারের মূল্য ছিল ৫৮ টাকা। আজ তা ৮২ । টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রের মাথায় ঋণ ছিল ৫৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৩৯ লক্ষ কোটি টাকা। বেকারত্বের হার ৪.৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৮ ৪ শতাংশ।

গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম ৪১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে, ১০৭৯ টাকা (কলকাতায়)। মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে আরও সুদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, শেয়ার বাজারের পতন এবং সেখান থেকে বিদেশি লগিকারী সংস্থাগুলির ডলার প্রত্যাহার অর্থনীতিকে প্রায় বেলাইনকরতে বসেছে। কেন এমন দশা হল?

দাম কমার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটা নাকি ভারতের পক্ষে শাপে বর হতে পারে। মোদি সরকারের আরও যুক্তি, আর্থিক মন্দায় পীড়িত আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে গোটা ইউরোপ এবং শুধু টাকার দামই কমেনি, ইউরোর দরও কমে এখন ডলারের সমপর্যায়ে চলে এসেছে। খুচরো মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা টেনে মোদি সরকারের যুক্তি হল, আমেরিকায় ৯.১ শতাংশ, ব্রিটেনেও ৯.১ শতাংশ, যুদ্ধ শুরুর গোড়ার দিকে রাশিয়ায় তা বেড়ে হয় ১৫ শতাংশ, জার্মানিতে ৮.২ শতাংশ-ত্ত সেখানে ভারতে এখনও ৭.০৫ শতাংশ। কিন্তু এসবই আসলে যুক্তির মায়াজাল। ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি আর ওই সব উন্নত দেশের পরিস্থিতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ব্রিটেন, জার্মানি, রাশিয়া অথবা আমেরিকাকে আমাদের মতো ২২ কোটি অভুক্ত মানুষ নিয়ে ঘর করতে হয় না। তা সত্ত্বেও তুলনা করতে হলে বলতে হয় ইতালিতে এই মুহূর্তে খুচরো পণ্যে বৃদ্ধির হার ভারতের চেয়ে কম। ফ্রান্সেও কম। দক্ষিণ আফ্রিকায় কম। ইন্দোনেশিয়ায় কম। মালয়েশিয়ায় কম। চিন ও জাপানে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২.৫ শতাংশ ও ২.১ শতাংশ। মোদি সরকার চিন-জাপান না দেখে যদি আমেরিকা-ব্রিটেনের মূল্যবৃদ্ধির হার দেখে এবং আত্মতুষ্টিতে ভোগে, সেটা কি ন্যায়সঙ্গত? ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতে বাজেট ৩৯ লক্ষ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্মার্ট সিটি, মনরেগা, আয়ুষ্মান ভারত, গ্রাম-সড়ক যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জল প্রকল্প ইত্যাদির মতো বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের যতগুলি কল্যাণকামী সামাজিক প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি সব একসঙ্গে জুড়লেও খরচ ৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয় না। এর সঙ্গে ডাইরেক্ট দিলেও তা বাজেটের উপর ৪ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকার বেশি বোঝা তৈরি করে না। অথচ শুধুমাত্র টাকার দরে পতনের কারণে এবছর এপ্রিল মাসথেকেআজ পর্যন্ত রাজকোষে ক্ষতি হয়েছে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের বচরে যা বেতন ও ভাতা দেয়, তারও পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটিটাকা। দেশের সার্বিক রেশন বণ্টন ব্যবস্থার খরচও ২ লক্ষ কোটির বেশি নয়। কৃষি ও সার দুই ক্ষেত্র মিলিয়েও খরচ হয় বছরে ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি। রেল ও সড়ক পরিবহণের খরচও ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটির বেশি হয় না। প্রশ্ন হল, সিএজি (ক্যাগ)-চিহ্নিত যেসব দুনীতির কারণে মনমোহন, সিংয়ের সামগ্রিক পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ কোটি টাকার সামান্য বেশি। বর্তমান সরকারের ভ্রান্ত সমপরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি হয়, তা স্বাধীনোত্তরত্ত ভারতের বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারি হিসেবে গণ্য হবে না কেন? বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী ডিসেম্বরে ডলারের দাম জ্ঞপ্ত টাকায় গিয়ে পৌঁছবে। পাল্লা দিয়ে বাটে ঘাটতির অঙ্ক বাড়বে। তখন আর নোট ছেপেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ 'আত্মনির্ভর ভারত, কিন্তু নিঃশব্দে গরিব হয়ে চলেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেন্দ্রীয় সরকার ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার জন্য কাজ করছে

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার জন্য কাজ করছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শনিবার গুজরাট কর্মসংস্থান মেলায় ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিভিন্ন গ্রেডে বিভিন্ন পদে নিয়োগপত্র দেওয়া হাজার হাজার তরুণ প্রার্থীকে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী ধনতেরাসের শুভ দিনে একটি জাতীয় স্তরের চাকরি মেলা শুরু করেন, যেখানে তিনি ৭৫ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ধনতেরাস দিবসে বলেন, বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একই রকম চাকরি মেলার আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, গুজরাট দ্রুত এগিয়েছে এবং আজ গুজরাট পঞ্চায়েত সেবা বোর্ড থেকে ৫০০০ প্রার্থী নিয়োগপত্র পাচ্ছেন, গুজরাট সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ বোর্ড এবং লোকরক্ষক নিয়োগ বোর্ড থেকে ৮০০০ প্রার্থী নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী এই দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক অতীতে গুজরাটে ১০ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে এবং আগামী এক বছরে ৩৫, ০০০টি পদ পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাজ্যের নতুন শিল্প নীতিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তিনি ওজসের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ক্যাটাগরি ৩ এবং ৪ পোস্টে সাক্ষাতার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, "অনুভব" মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে, রাজ্যে চাকরিপ্রার্থীদের সংযোগ করে কর্মসংস্থানের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, গুজরাট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্রুত নিয়োগের মডেল জাতীয় স্তরে প্রশংসিত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী মাসে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে এই ধরনের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার জন্য কাজ করছে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও এই প্রচারে যোগ দিচ্ছে, সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ডিপ্রেশন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডা. পার্থসারথি মল্লিক

মনখারাপ নাকি ডিপ্রেশন? মনখারাপ দু-এক দিনে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু মনখারাপ যদি দু'সপ্তাহবা তার বেশি স্থায়ী হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা ডিপ্রেশনের দিকে এগোচ্ছে।

আর একটা দিকও দেখতে হবে, তিনি সব কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন কি না। হয়তো তিনি সিনেমা-সিরিজ দেখতে ভালবাসেন, গান ভালবাসেন, কিন্তু এখন সেটা আর ভাল লাগছে না। বা কেউ হয়তো রান্না করতে, খেতে ভালবাসেন, সেটাও আর ভাল লাগছে না। এই দুটি দিক বা এর সঙ্গে যদি কোনও একটি লক্ষণ থাকলেই বুঝতে হবে, মনে ডিপ্রেশন বাসা বাঁধছে। এর সঙ্গেই কিছু লক্ষণ নজর রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার খাওয়ার অনিচ্ছা দেখা দিচ্ছে কি না। ঘুম কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত ঘুমানোও অন্যতম লক্ষণ। লস অফ এনার্জিও দেখা দিতে পারে। তবে তখন তা খতিয়ে দেখতে হবে যে, এটা মানসিক কারণে হচ্ছে নাকিশারীরিক সমস্যা থেকে হচ্ছে। অনেক সময়ে থাইরয়েড বা অন্যান্য অসুখের কারণেও এনার্জি থাকে না। এর সঙ্গেই অহেতুক অপরাধবোধ দেখা দেবে। তিনি নিজেকে সব ব্যাপারে দোষী ভাবতে শুরু করবেন। সব বিষয়ে মনোযোগও কমতে থাকবে।

একটানা কোনও কাজ করতে পারবেন না। আর মুভমেন্ট কমবে বা অতিরিক্ত বাড়বে। হতে পারে, কেউ সারা দিন একটা ঘরে শুয়েই থাকলেন। আবার হতে পারে কেউ চিন্তা করতে করতে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে পায়চারি করে গেলেন। সারা দিনের কাজের পরিকল্পনা বা কোন কাজকে প্রাধান্য দেবেন, তা-ও নির্ধারণ করতে পারবেন না। আত্মহত্যা করার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। খুব কম ক্ষেত্রে হয়তো কিছু ঘটনা দেখা গিয়েছে যে, রোগী নিজের উপরে নির্ভরশীলদেরও মেরে ফেলার কথা ভাবতে মনখারাপের স্থায়িত্ব, আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে যে, ডিপ্রেশন তাকে গ্রাস করছে। তখনই কিন্তু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। অনেক সময়ে বন্ধু বান্ধব বা মা-বাবার কাছে রোগী স্বীকার করেন যে, তার মন ভাল নেই। তখন অনেকেই ভাবেন, ওর কীসের অভাব আছে? বা কী এমন ঘটেছে। যে মন ভাল নেই কেন? এ সব ভেবে তা উড়িয়ে দেন। কোনও অভাব না থাকলেও ডিপ্রেশন হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে একটি মানুষের জীবন ঠিকঠাক চললেও তার মনে হলেও কিন্তু ডিপ্রেশন বাসা বাঁধতে পারে তার মনে।

নিজে থেকে ডিপ্রেশন কমে? মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রুদ্র আচার্য কথায়, মাইল্ড ডিপ্রেশন হলে কিছু ক্ষেত্রে রোগী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলে হয়তো অবসাদ কাটিয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দরকার। কারণ যার একবার ডিপ্রেশন দেওয়ার প্রবণতা থাকে।

রোগনির্ণয়

অনেক সময়ে রোগী নিজেই বুঝতে পারেন যে, তিনি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আবার রোগী তা বুঝে উঠতে পারেন না। তখন কিন্তু আশপাশের মানুষকে সচেতন হতে হবে। অবসাদ গ্রাস করতে থাকলে রোগী সোশ্যাল উইথড্রয়াল বা আইসোলেশনের প্রবণতা দেখা দেয়। সেটা কিন্তু রোগী বুঝতে না পারলেও তার পরিবার বা বন্ধুবান্ধবের বোঝা উচিত। যে মানুষটা এত দিন সকলের সঙ্গে আড্ডা দিতেন, তিনি হঠাৎ মেলামেশা বন্ধ করে দিলে বা বাড়িতেই ক্রমাগত গুটিয়ে যেতে থাকলে আশপাশের মানুষকে পদক্ষেপ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তবে প্রিয়জনের কাছে মনের আগল খুলতে পারেন। আমাদের দেশে সায়কায়াট্রিস্ট ও সাইকোলজিস্টের সংখ্যা কম। অন্য দিকে ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে চট করে সায়কিট্রিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট না-ও পেতে পারেন। তাই অপেক্ষা না করে বন্ধু, মা-বাবা, আত্মীয়জনদের সঙ্গে কথা বলুন। এ-ক্ষেত্রে কথা বলা জরুরি। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের পরামর্শ নিন। মেন্টাল হেল প্রফেশনালের সাহায্য নিতে পারেন।

চিকিৎসা

রোগীর সঙ্গে কথা বলে কাউন্সেলিং শুরু করা হয়। একই সঙ্গে তার ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, অ্যানিমিয়া বা অন্যান্য রোগ আছে কি না সেই টেস্টও করা হয়। তবে পরীক্ষা করার আগেই কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় কিন্তু চিকিতা ওযুধ চলে দীর্ঘমেয়াদি সমাজ থেকে এক বছর পর্যন্ত ওযুধ খেতে হতে পারে দু'বার পাতার থেকে বেশি বার দেখা দিলে সেই ওযুধ আরো বাড়বে কিছুক্ষেত্রে সারাজীবন খেতে হতে পারে। পাশাপাশি অন্য অসুখ আছে কি না তা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। রোগীর ওসিডি, ফোবিয়া বা কোনও নেশা আছে কি না, তা-ও দেখা জরুরি। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসার ধরনও বদলাবে। নেশা করার কেস হিস্ট্রি থাকলে আগে তাছাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যেমন, আলকোহল ডিপ্রেশন বাড়িয়ে দেয়। তাই আলকোহল যদি নিজে থেকে তা বন্ধ করতে না পারেন, তখন তাকে সায়কায়াট্রিক সেন্টারে ভর্তি করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে রিহ্যাবেও ভর্তি করতে হতে পারে। হোমিওপ্যাথি চিকিতা এসব ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুজরাটে বিজেপির কোনও এজেন্ডা নেই

সুরাট, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটে বিজেপির কোনও এজেন্ডা নেই। তাহলে মানুষ কেন বিজেপিকে ভোট দেবে? প্রশ্ন তুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, দিল্লি ও পঞ্জাবকে দেখে গুজরাটের জনগণ এখানেও পরিবর্তন চাইছেন।শনিবার গুজরাটের সুরাটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছেন, ২৭ বছরের শাসনের পরেও, গোনার মত কোনও কাজ নেই বিজেপির। শুধুমাত্র একটাই কাজ রয়েছে, আর তা হল আপ-কে গালাগালি করা। বিজেপির কোনও এজেন্ডা নেই, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বে জর্জরিত মানুষ। দিল্লি-পঞ্জাবের কাজ দেখে মানুষ এখানেও পরিবর্তন চাইছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা জনগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন কেজরিওয়াল। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, গুজরাটের জনগণ যে কোনও নাম দিতে পারেন।

গলসিতে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা মৃত্যু লরি চালকের

গলসি, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসিতে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক লরি চালকের। শনিবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে পাথর বোঝাই একটি লরির যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর সারানোর জন্য লরির চালক রাস্তায় নামেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি খালি লরি এসে সেই চালককে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই চালকের। অন্যদিকে এই দুর্ঘটনার ফলে ঘাতক লরিটির চালকও গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ঘটনার খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খতিয়ে দেখছে গোটা বিষয়টি।অন্যদিকে এই দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তৈরি হয় তীব্র যানজট।

বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ঘানার বিদেশমন্ত্রী শার্লি এ বোচওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শনিবার দিল্লিতে উভয় দেশের বিদেশমন্ত্রী মিলিত হন এবং সন্ত্রাস, স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেন। ইউএনএসসি বিশেষ বৈঠকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ঘানার বিদেশমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, 'আমাদের ঐতিহাসিক সংহতি উভয় দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে নির্দেশায়িত করে। ঘানার একটি গ্রাম, একটি বাঁধ এবং ভারতের অমৃত সরোবর উদ্যোগ অনন্য উদাহরণ।' তাঁদের মধ্যে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাও জানিয়েছেন জয়শঙ্কর।

৩-দিনের সফরে ফের গুজরাটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ভোটমুখী গুজরাটে ফের যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ৩-দিনের সফরে গুজরাটে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এই সময়ে গুজরাটে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। দিল্লি থেকে রবিবার দুপুরে প্রথমে ভদোদরা পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী দিন স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে যাবেন তিনি, একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। গুজরাট বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজিত দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। ৩০ অক্টোবর রাতে সার্কিট হাউস একতা নগরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। ৩১, অক্টোবর সোমবার সকালে তিনি যাবেন স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে। একতা দিবসের প্যারেডে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে যাবেন আহমেদাবাদে, ওই দিন গান্ধীনগরে রাত কাটাবেন তিনি। মায়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। ১ নভেম্বর গুজরাট বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজিত দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মোদী।

ছটপুজোর প্রস্তুতির মধ্যেই ঔরঙ্গাবাদে একটি বাড়িতে আগুন

ঔরঙ্গাবাদ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ছটপুজোর প্রস্তুতির মধ্যেই বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় আগুন লাগল একটি বাড়িতে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৫ জন। তবে, প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ জানিয়েছে, অনিল গোস্বামীর পরিবারের সদস্যরা শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়িতে ছটপুজোর জন্য রান্না করছিলেন। বাড়িতে তিনি দোকানও চালান। ভোররাতে আচমকাই বাড়িতে আগুন লাগে, খবর দেওয়া হয় দমকলে। এদিকে, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। অনিল গোস্বামী জানিয়েছেন, আমরা ছট পুজোর প্রস্তুতি করছিলাম, আমার স্ত্রী খাবার তৈরি করছিল। সেখানে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ার পর আমার দোকানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আমার পরিবারের সদস্যরা আহত হয়েছে। কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বারুইপুরের পিয়ালিতে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খুন

বারুইপুর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত পিয়ালি এলাকায়। নিহতের নাম সুপর্ণা হালদার (৪০)। ঘটনায় অভিযুক্তের নাম কমল হালদার। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত স্বামী কমল। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সঠিক কি কারণে এই ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই ছিল। মাঝে মধ্যেই অশান্তির কারণে সুপর্ণা বাপের বাড়ি চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে সংসার করতেন। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে যাবে কেউ ভেবে উঠতে পারেননি। শুক্রবার রাতে পাড়ার কালি ঠাকুর বিসর্জনের অনুষ্ঠানে সুপর্ণা যেতে চাইলে তাঁকে যেতে বাধা দেয় কমল। কিন্তু জোর করে সুপর্ণা সেখানে যেতে চাইলে তাঁকে হাতুড়ির আঘাত করে খুন করা হয় বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের এবং সুপর্ণার ছেলে সোমনাথের। বাবাই মাকে খুন করেছে বলে জানিয়েছে সোমনাথ। সোমনাথ বলেন, " মাকে বাবাই খুন করেছে এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মা ঠাকুর ভাসানে যেতে চাইছিল, এই নিয়েই বাবার সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। মাকে ভাসানে যেতে দিতে রাজি ছিল না বাবা। বিয়ের পর থেকেই নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে বাবা মায়ের মধ্যে অশান্তি ছিল। বাবাই খুন করেছে।" এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পলাতক কমল হালদারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

নির্বাচন জিততে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে : অশোক গেহলট

আহমেদাবাদ, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ভোটমুখী গুজরাটে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। তাঁর মতে, বিজেপি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী এবং নির্বাচনে জিততে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অশোক গেহলট বলেছেন, 'বিজেপি কৃত্রিম আভা তৈরি করেছে, যা এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এখানে আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের কোনও প্রার্থী নেই। মানুষ তাঁদের কৌশল বুঝতে পারছে। কংগ্রেস নির্বাচনের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিজেপি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাস করে এবং নির্বাচনে জয়ী হতে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে।'কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট আরও বলেছেন, 'রাজস্থানের জনগণের ওপর আমাদের শাসন ব্যবস্থার ভালো প্রভাব পড়েছে। আমি চাই গুজরাটেও কংগ্রেস সুযোগ পাবে। আমরা রাজ্যে সুশাসন দিতে চাই এবং কংগ্রেস ও বিজেপির কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চাই।'

আজ প্রকাশ হবে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা

সিমলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ১২ নভেম্বর হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের আজ শনিবার শেষ দিন। বিকাল ৩টার পর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার পর রাজ্য নির্বাচন দফতরও নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করবে। রাজ্যের ৬৮ টি বিধানসভা আসনের জন্য মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পরে, ৫১৬ প্রার্থীর মনোনয়ন সঠিক পাওয়া গেছে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরই স্পষ্ট হবে কতজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিজেপি ও কংগ্রেসের অনেক নেতা টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এই বিদ্রোহীদের রাজি করার দায়িত্ব দলগুলোর সিনিয়র নেতাদের ওপর। যদিও বিজেপির সভাপতি জেপি নড্ডা নিজে বিজেপি থেকে এবং কংগ্রেসের রাজ্য ইনচার্জ রাজীব শুক্লা বিদ্রোহীদের রাজি করাতে ব্যস্ত রয়েছেন।কুল্লু সদর আসন থেকে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করা বিজেপির প্রবীণ ও প্রাক্তন সাংসদ মহেশ্বর সিংকে রাজি করাতে দলীয় নেতৃত্ব সফল হয়েছে।

শনিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও শনিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় পাঁচমাসেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম। শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর পাঁচটি রাজ্যে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের পাঁচটি রাজ্যে অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বরের পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে। দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই দুদিন জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আবহাওয়া দফতরের মতে, এই রাজ্যগুলি ছাড়াও দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ বেশিরভাগ রাজ্যের আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। উত্তরপ্রদেশে এখন শীত দ্রুত বাড়বে। রাজধানী দিল্লিতেও তাপমাত্রা কমবে।এদিকে, দেশের রাজধানী দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকায় বায়ু দূষণ ক্রমাগত বাড়ছে। সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি, ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ থেকে সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, দিল্লির অনেক এলাকায় বায়ুর গুণমান ধারাবাহিকভাবে খারাপ হয়েছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের এনসিবির

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : টিভি শো কমেডিয়ান ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়ার বিরুদ্ধে ২০০ পাতার চার্জশিট দাখিল করল নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)।এর আগে ২০২০ সালে মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয় এই দুই তারকাকে। তবে আপাতত জামিনে মুক্ত এই তারকা জুটি। জনপ্রিয় কমেডি শো "দ কপিল শর্মা শো" তো বটেই এছাড়া বেশ কিছু টিভি শোয়ের হোস্ট হিসাবেও দেখা যায় ভারতীকে। তিনি যে টেলিভিশনের বেশ জনপ্রিয় মুখ তা বলাই বাহুল্য।

শনিবার আগরতলায় আমরা বাঙালীর প্রতিবাদ কর্মসূচি ধর্ষণের ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে

রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাস-বিরোধী বৈঠকে বললেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান এবং প্রসারিত হচ্ছে, বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাস-বিরোধী বৈঠকে বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। শনিবার সকালে দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বিগত দুই দশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ এই ঝুঁকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, কাউন্টার-টেররিজম নিষেধাজ্ঞা শাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রেখেছে।

উদ্বেগ প্রকাশ করে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, সমাজকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে অপপ্রচার, মৌলবাদ এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সন্ত্রাসবাদী এবং জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়েছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি। স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং অগ্রগতিতে আঘাত হানতে তারা প্রযুক্তি, অর্থ এবং উন্মুক্ত সমাজের নীতি ব্যবহার করে।

এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলিকে সক্ষমতা ও সহায়তা প্রদানে ইউএনওসিটি-এর প্রচেষ্টাকে বাড়ানোর জন্য ভারত এই বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্রাস্ট ফান্ড ফর কাউন্টার টেররিজম-এ অর্ধ মিলিয়ন ডলারের অবদান রাখবে।

আপ প্রধানকে তোপ অনুরাগের, বললেন কেজরিওয়াল হলেন নৈরাজ্যের প্রতীক

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে অনুরাগ বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল হলেন নৈরাজ্যের প্রতীক। অর্থনীতির হাল ফেরাতে ভারতীয় নোটে দেবী লক্ষ্মী-ভগবান গণেশের ছবি ছাপার অনুরোধ জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরই প্রেক্ষিতে শনিবার অনুরাগ বলেছেন, 'যারা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিল, হিন্দু দেব-দেবীদের অপমান করেছিল, নিজেদের একজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল, অরবিন্দ কেজরিওয়াল হলেন নৈরাজ্যের প্রতীক। তাঁর দুর্নীতি যাতে আলোচিত না হয়, সেজন্য নতুন নতুন প্রচার চালাচ্ছেন।

শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'আপনি (দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী) দিল্লির মুসলিম ধর্মগুরুদের প্রতি বছরে ১৮ হাজার টাকা করে দেন। তাহলে বলুন, আপনি কী পুরোহিত, গুরুদ্বার গ্রন্থি এবং যাজকদের একইভাবে ১৮ হাজার টাকা দেবেন? কেন এমনটা আপনি করেননি? কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'আমরা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি এবং জ্বালানির দাম কমিয়েছি। বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাম কমলেও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে তা কমেনি। কংগ্রেস কৃষকদের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাঁরা পঞ্জাব, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে তা করতে পারেনি। তাঁরা শুধুমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়।'

তুষারপাতের সম্ভাবনা কাশ্মীরে ঠান্ডায় কাঁপতে শুরু করেছে উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): নভেম্বর মাসের শুরুতেই কাশ্মীর উপত্যকায় তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করল জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফর। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জোজিলা, মুঘল রোড, সাদনা টপ এই সমস্ত অঞ্চলে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১-৬ নভেম্বর) কাশ্মীরে উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। এই সময়ে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমবে, শীতের দাপট বাড়বে কাশ্মীর উপত্যকায়।চাষিদের জন্যও রয়েছে সতর্কতা, এই সময়ের মধ্যে জমির ফসল কেটে নিতে বলা হয়েছে। গাছে আপেল অথবা অন্যান্য কোনও থাকলে তাও কেটে নিতে বলা হয়েছে। নাহলে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় ইতিমধ্যেই দাপট দেখানো শুরু করে দিয়েছে ঠাণ্ডা। শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কম। গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের বিভিন্ন প্রান্ত এখনই হিমাঙ্কের নীচে।

বাড়ছে ডেঙ্গু, স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক মুখ্য সচিবের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যে তুলনামূলকভাবে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন নবান্ন। এই অবস্থায় শনিবার বিকেলেই জরুরি বৈঠক ডাকল মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। নবান্ন সূত্রে খবর, শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ডেঙ্গি সংক্রমণ পর্যালোচনা নিয়ে বৈঠক করবেন মুখ্য সচিব। এই বৈঠকে স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের নবান্নে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভার কমিশনারকেও ডাকা হয়েছে নবান্নে বলেই সূত্রের খবর। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অংশে ডেঙ্গু সংক্রমণ লাগাতার বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে এদিনের বৈঠকে ফের নবান্নের তরফে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই কালীপুজোর আগে ডেঙ্গুসংক্রমণ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছিলেন মুখ্য সচিব। সেই বৈঠকে একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জেলার হাসপাতালগুলিতেও যাতে পর্যাপ্ত ওষুধ মোতায়েন থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নবান্নের তরফে। পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছিল নবান্ন।

এখনও বেশ কিছু জায়গায় ডেঙ্গুর প্রবণতা রয়েছে। এর আগেও পুজোর ছুটি বাতিল করা হয়েছিল পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সহ একাধিক বিভাগের কর্মীদের। যতদিন না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন ছুটি বাতিল করে আরও বাড়াতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে পুজোর পর কলকাতা পুরসভার যে ফিভার সেন্টারগুলি রয়েছে সেখানে রোগী আসার সংখ্যা বেড়েছে। তাই সেখানে লোকবল বাড়াতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুর নিগমের তরফে।

একইসঙ্গে যত বেশি সম্ভব ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে বলেছেন মেয়র। সংক্রমণে সব জেলাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। ডেঙ্গুর সংখ্যা সর্বোচ্চ পরিমাণে বেড়েছে সেখানেই। এক সপ্তাহে ১ হাজার থেকে বেড়ে ১ হাজার ২৫০ এ পৌঁছেছে। ডেঙ্গুর পজিটিভিটি রেট ১০.৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২.৯।

বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির নেতৃত্বরা যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন শনিবার আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

ঘাটালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস

ঘাটাল, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার জগন্নাথপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘাটাল থেকে তমলুকগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বেপরোয়া গতিতে একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘাটাল পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বাসটি উল্টে একটি বিশাল গাছে আটকে যাওয়ায় কোনও ক্রমে রক্ষা পান যাত্রীরা। তবে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অনেকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাসপুর থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি যাত্রীদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। দুর্ঘটনার কারণে বেশ কিছুক্ষণ যানজট তৈরি হয় ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের জগন্নাথপুর এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, দুটি বাস একইসঙ্গে যাচ্ছিল। একে অপরকে ওভারটেক করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে আহত বাসযাত্রীদের দেখতে যান ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেন সর্বদা লাল কাপড় দিয়েই তৈরি হয় লেপ

খাতায় কলমে এখন হেমন্তকাল। কালীপুজো মিটতে না মিটতেই কলকাতার শহরে আনাগোনা শুরু হয়েছে হিমেল পরশের। শীতকাল আরম্ভ হলেই প্রত্যেক বাঙালি আলমারি থেকে বের করতে শুরু করে সোয়েটার, জ্যাকেট ,মাফলার। বাড়ির মা-কাকিমারা শীতের জন্য ট্রাংক থেকে বার করেন লেপ-কম্বল। শীত পড়ার আগেই প্রত্যেক বাড়ির ছাদেই দেখা যায় রোদে দেওয়া হয়েছে ট্রাঙ্ক বা আলমারি থেকে বের করা কম্বল, লেপ। দোকানে দোকানেও উঁকি মারতে থাকে এই শীতের বন্ধুরা। বিভিন্ন দোকান ছেয়ে যায় তুলোয় মোড়া লাল কাপড়ে।

কিন্তু আপনাদের মনে কি এই প্রশ্ন কখনো জেগেছে যে লেপের কাপড় সব সময় কেন লাল রঙেরই হয়? এটা কি নিছকই কোন কাকতালীয় ঘটনা নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন ইতিহাস? আজকের এই বিশেষ প্রতিবেদনে আমরা জেনে নেব এই বিষয়টি নিয়েই।

লেপ শিল্পের জন্য একটা সময় সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত নাম ছিল মুর্শিদাবাদ। মোলায়েম সিল্ক এবং মখমলের মাঝখানে লম্বা আঁশের কার্পাস তুলোর বীজ ছাড়িয়ে লাল রঙে চুবিয়ে শুকিয়ে ভরা হত। লাল রঙের হতো এই মখমল। এছাড়াও সৌরভের জন্য ছড়ানো হতো আতর। কিন্তু বর্তমান সময়ে মখমল খুবই দুর্মূল্য। বর্তমানে সাধারণ লেপে মখমল ব্যবহার করা না হলেও প্রচলিত আছে লাল কাপড়ের ব্যবহার।

নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকলেও আজও লেপের কারিগররা লেপ তৈরির সময় ব্যবহার করেন লাল কাপড়। লাল মখমলের কাপড় ব্যবহার করে লেপ তৈরির রীতি শুরু হয় বাংলা, বিহার, ওড়িশা-সহ অভিবক্ত বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদ কুলি খানের আমল থেকে। পরবর্তীকালে মুর্শিদ কুলি খানের মেয়ের জামাই নবাব সুজাউদ্দিন মখমলের বদলে লেপ তৈরিতে ব্যবহার শুরু করেন সিল্কের কাপড়ের। পাশাপাশি বাংলার কিছু পুরনো লেপের কারিগর মনে করেন, লেপ তৈরীর সময় লাল কাপড়ের ব্যবহারের রীতি একটা সময়ে অনুসরণ করতেন নবাবরাও। অন্যদিকে, আবার কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু লেপ ধোয়া যায় না তাই লাল কাপড়ের আবরণ থাকলে তাতে ময়লা জমবে কম। আবার কারোর মতে, নেহাতই গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লেপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় উগ্র লাল রং। লেপ তৈরির ক্ষেত্রে লাল রঙের ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ জানা না থাকলেও শীতের দুপুরে কিংবা হিমেল নিশিতে লাল লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাবার আনন্দ কিন্তু যুগ যুগ ধরে একই রয়ে গেছে।

চুলে গোঁজা জবাফুল, কপালে ত্রিনয়ন কৃষ্ণকলি মা কালী রূপে ধরা দিলেন কোয়েল

নিজেকে সর্বক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবিয়ে না রেখেও কীভাবে চর্চায় থাকা যায় তা শেখা যায় কোয়েল মল্লিককে দেখে। এক সময় প্রচুর ছবিতে অভিনয় করলেও এখন অনেক বেছে বেছে ছবি করেন তিনি। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সুযোগ্য কন্যা তিনি।

তথাকথিত স্টার কিড হয়েও না নেপোটিজমের সুবিধা নিয়েছেন আর না কোনো বিতর্কে জড়িয়েছেন কোনোদিন। এত বছরে কোয়েলের দিকে কেউ একবার আঙুল তোলার সাহসও পাননি।

যেমন অভিনয়ে দক্ষ তিনি, ঠিক ততটাই নিপুণা ঘরের কাজেও। মল্লিক বাড়ির বনেদি পরিবারের মেয়ে কোয়েল। প্রতি বছর ধুমধাম করে মা দুর্গার পুজো হয় এ বাড়িতে। আর উমার সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ি আসেন কোয়েলও। বাড়ির মেয়ে আরেক মেয়ের পুজোর কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেন নিজের কাঁধে।

এ বছর করোনার দাপট কমায় দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছিল মল্লিক বাড়িতে। পুজোর বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য নিজে হাতে ভোগ বাড়তেও দেখা গিয়েছিল কোয়েলকে। সকলে এককথায় স্বীকার করেছেন, কোয়েল সত্যিই সাক্ষাতমা দূর্গা। যেমন রূপ তেমনি তাঁর গুণ।

পুজোর আগে ফটোশুটে দেবী রূপেও ধরা দিয়েছিলেন তিনি। সোনালি শাড়ি, লাল ব্লাউজ, সোনার গয়নায় সাবেকি সাজে মুগ্ধ করেছিলেন কোয়েল। এবার তিনি ধরা দিলেন মা কালী রূপে। সোনালি শাড়ি, লাল ব্লাউজ, চুলে গোঁজা জবাফুল, হাতে আলতা, কৃষ্ণকলি কোয়েলের কপালে আঁকা ত্রিনয়ন।

ছবিটি দেখে চোখ জুড়াতে বাধ্য। তবে এটি আসল ছবি নয়, এডিট। আসলে দূর্গাপুজোর আগে কোয়েলের করা ফটোশুটের একটি ছবিই এডিট করে মা কালী রূপে দেখানো হয়েছে। এডিটটা এতটাই ভাল হয়েছে যে কোয়েল নিজেও শেয়ার করে প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন, "কী দারুন এডিট!"

১০৫ বছর বয়সী ডাক্তার অবশেষে নিজের দীর্ঘায়ুর রহস্য ফাঁস করলেন

বর্তমানে আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের অবনতি ঘটেছে, যার কারণে বেশিরভাগ মানুষই রোগের শিকার হচ্ছেন। এ কারণে মানুষের আয়ু কমছে। এদিকে জাপানের ১০৫ বছর বয়সী চিকিৎশক শিগেকি হিনোহার দীর্ঘায়ুর রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। একটি ভিডিওতে একজন জাপানি ডাক্তারের ৬টি স্বাস্থ্যকর জীবনের টিপস সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা তিনি তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে জাপানি ডাক্তার শিগেকি হিনোহারার স্বাস্থ্যকর টিপসের ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে।

চলুন জেনে নিই দীর্ঘ জীবনযাপনের ৬টি স্বাস্থ্যকর টিপস।

জাপানি চিকিৎসক শিগেকি হিনোহার মতে, একজন ব্যক্তির দীর্ঘ জীবনের জন্য দেরিতে অবসর নেওয়া উচিত। আপনি যত পরে অবসর গ্রহণ করবেন, ততই আপনার জন্য ভাল হবে। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে জাপানি চিকিতক নিজেই অবসর নেন। ডাঃ শিগেকি হিনোহারা ২০২২ সালের জুলাই মাসে ১০৫ বছর বয়সে মারা যান।

ডাঃ শিগেকি হিনোহার মতে, দিনে মাত্র একবার খাওয়া উচিত। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। তিনি নিজেও সারা জীবন এই নিয়ম পালন করেছেন। ডাক্তার শিগেকি হিনোহারা রাতের খাবারে মাছ ও শাকসবজি খেতেন। তিনি সপ্তাহে মাত্র দুবার মাংস খেতেন।

জাপানি ডাক্তার শিগেকি হিনোহারা বিশ্বাস করতেন যে একজন ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ রসিকতা করা উচিত। এর সাহায্যে জীবনের কষ্টের দিকে তার মনোযোগ যায় না। তা ছাড়া, জীবনে নিজের জন্য খুব বেশি নিয়ম-কানুন তৈরি করা উচিত নয় কারণ এটি খুবই ক্লান্তিকর একটু ব্যাপার। ডাঃ শিগেকি হিনোহার মতে, আপনি যা জানেন তা অন্যদের সাথে শেয়ার করুন। এই জীবন পৃথিবীতে অবদানের জন্য। ডাঃ শিগেকি হিনোহারা অন্যদের সাহায্য করতে এবং তার জ্ঞান শেয়ার করতে পছন্দ করতেন। জাপানি ডাক্তার শিগেকি হিনোহারের মতে, বস্তুগত সম্পদের জন্য খুব বেশি চিন্তা করা উচিত নয় কারণ এগুলোর কোনোটিই আপনার সাথে যাবে না। পৃথিবীতে সবকিছুই থেকে যাবে। তাই এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা উচিত নয়। ডাঃ শিগেকি হিনোহার মতে, লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে রাখবেন একবারে দুই ধাপ উপরে উঠুন। এর ফলে আপনার পেশীতে নড়াচড়া হবে, যা সুস্থ জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'মামলেট' আর 'অমলেট'-র মধ্যে পার্থক্য জানেন?

'মামলেট' আর 'অমলেট'-র মধ্যে পার্থক্য জানেন? উত্তর দিতে পারবে না ৯৯ শতাংশ মানুষ সকালে ঘুগনি পাউরুটি দিয়ে হোক বা গরম গরম খিচুড়ির সাথে বা রাতের পরোটা তরকারির সাথে , যেকোনো সময় যেকোনো খাবার এর সাথে এই ডিম ভাজা বা ডিমের 'মামলেট' এর জুড়ি মেলা ভার। ঘরে কিছু না থাকলে অল্প ধোঁয়া ওঠা ভাতের সাথেও এই ডিম ভাজা বা ' মামলেট' হলেই খাওয়া হয়ে যায়।

হোটেলে , রেস্তোরায়ও দেখা যায় আমায় একটা মামলেট দিন তো' এর চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু অনেকেই হয়তো বলবেন ' 'মামলেট' আবার কি?'

আসল কথাটা তো অমলেট!

ইংরেজি অভিধান আতিপাতি করে খুঁজে ফেললেও এই মামলেট শব্দটি কোথাও পাবেন না। বরং যেটি পাবেন সেটি হল (অমলেট / ওমলেট) যার পাতি বাংলা মানে দাঁড়ায় ' ডিম ভাজা'। তাই বলা যেতে পারে আমরা যে ' মামলেট' বলি , তা আসলেই ভুল। আমরা সবাই যারা ডিম ভাজাকে মামলেট বলি তা ভুল বলি। তা আসলে হলো অমলেট। ব্রিটিশ ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও যা। তবে বাঙালি অত ইংরেজির ধার ধারে না। মামলেট হলো বাঙ্গালীদের ইংরেজি ভাষার দেশীয় অপভ্রংশ। বা বলা যেতে পারে ব্যাকরণ অনুযায়ী অপিনিহিতি হয়ে ওমলেট হয়ে গেছে মামলেট। কড়াইতে তেল গরম করে ডিম ফাটিয়ে তার মধ্যে অল্প একটু পেঁয়াজ কুঁচি ,লঙ্কা কুঁচি দিয়ে জম্পেশ করে এক্কেবারে বাদামি বাদামি যে ডিম ভাজা করে যখন আমাদের পাতে পড়ে তখন আমরা সেটাকে বলি মামলেট। তাই দেশীয় হোটেল , হিন্দু হোটেল গুলিতে এই 'মামলেটের' প্রচলন দেখা যায়। সেখানে যদি আমরা ব্রিটিশদের কিংবা আমেরিকানদের অমলেট দেখি তাহলে দেখা যাবে সেখানে ডিম ফেটিয়ে তার সাথে মাশরুম, ক্যাপসিকাম , টমেটো এবং চিজের কুঁচি মিশিয়ে ভাজা হয়। যাকে বলা হয় ওমলেট। এই অমলেট শব্দটি উচ্চারণ করলেই যেন মনে হয় পাশ্চাত্যের আধুনিক ছোঁয়া লেগেছে। এ এক আলাদাই আভিজাত্য।

প্রতিদিন ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার অভ্যাস?

ফল যে অবস্থাতেই খাওয়া হোক না কেন, তা সে তাজা হোক অথবা শুকনো - ফল পুষ্টিগুণে ভরপুর। শুকনো ফল বা ড্রাই ফ্রুটসে টাটকা ফলের চেয়ে অনেক বেশি ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণও শুকনো ফলে অনেকটাই বেশি। যে কারণে ড্রাই ফ্রুটস যে স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে অত্যধিক যে কোনও কিছুই খুব ক্ষতিকর। ঠিক তেমনই, অতিরিক্তি পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক, ড্রাই ফ্রুটস অতিরিক্তি খাওয়া হলে শরীরে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে -

হজমের সমস্যা

বাদাম, আখরোট, কাজু, হ্যাজেলনাট এবং পেস্তায় ভালো ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে ভরপুর মাত্রায়। তবে এই সব বাদাম অত্যধিক পরিমাণে খেলে পেট ফুলে থাকা, গ্যাসের মতো সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসকদের মতে, অনেক বাদামে ফাইটেট এবং ট্যানিনের মতো যৌগ থাকে, যে কারণে সহজে হজম হয় না। তাছাড়া, শুকনো ফলে ফাইবারের পরিমাণ বেশি বলে, হজম করাটাও কখনও কখনও সমস্যার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পেটের গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকে। তাই, বাদাম বেশি খেলে ডায়রিয়াও হতে পারে।

ওজন বৃদ্ধি

ফাইবার এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ বাদাম ওজন কমানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। কিন্তু বাদামে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। তাই অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধি হতে পারে।

প্রচুর চিনি থাকে

কিশমিশ ও বাদামে চিনি এবং ক্যালোরি থাকে ভরপুর মাত্রায়। শুকনো ফলে জলের পরিমাণ খুব কম থাকে, তাই চিনির ঘনত্ব এবং ক্যালোরির পরিমাণ অনেকটাই বেশি। অতিরিক্ত পরিমাণে এগুলি খেলে ব্লাড সুগার লেভেল এবং হৃদরোগের ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই পরিমিত পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়াই ভাল।

অতিরিক্ত বাদাম খাওয়ার ফলে ফুড টক্সিসিটি হতে পারে। বিশেষ করে, ব্রাজিল নাটস বেশি খাওয়ার ফলে শরীরে সেলেনিয়াম বেড়ে যেতে পারে। আর, আমন্ডে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড থাকে, যার ফলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে।

অ্যালার্জি

অনেকেরই বাদামে অ্যালার্জি থাকে। তাই বাদাম খাওয়ার সময় খুবই সতর্ক থাকা উচিত। আপনি যদি গ্যাস, পেটে ফোলাভাব বা বমি বমি ভাব অনুভব করেন, তাহলে ততণাতডাক্তারের পরামর্শ নিন।

আর্থিক সমস্যা পিছু ছাড়ছে না? বাড়িতে লাগান এলোভেরা গাছ

এলোভেরা (গাছ আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজেই ব্যবহৃত হয়। এলোভেরা গাছ থেকে তৈরি এলোভেরা জেল ত্বকের সমস্যা দূর করতে খুবই উপকারী। কিন্তু অনেকেই জানেন না বাস্তু মতে এলোভেরা গাছ আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। আজ আমরা আপনাকে বলব এলোভেরা গাছ ব্যবহার করে বাস্তুমতে কিভাবে আপনি অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে সমাধান লাভ করতে পারবেন। বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন এলোভেরা গাছকে যদি বাড়ির পূর্বদিকে বসানো যায় তাহলে আপনার বাড়ির বাস্তুর উন্নতি হয়। আমাদের দৈনন্দিন অনেক কিছুই নির্ভর করে আমাদের বাস্তুর উপর। পূর্ব দিকে এলোভেরা গাছ স্থাপন করলে সংসারে যেমন সুখ সমৃদ্ধি আসে তেমনি উন্নতি হয় আপনার আর্থিক ভাগ্যের। তবে শুধু পূর্ব দিকে গাছ লাগালেই হলো না, আপনাদের জানতে হবে আরো কিছু নিয়ম। বাস্তু মতে পূর্ব দিক হলো সূর্যের দিক। এইদিকে গাছ স্থাপন করলে যেমন আর্থিক বৃদ্ধি ভালো হয় তেমনি সাংসারিক অশান্তি দূর হয়। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, বাড়ির পূর্ব দিকে এলোভেরা গাছ লাগালে বাড়ির অধিবাসীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এর সাথে আরও একটি নিয়ম আছে। আপনি যদি পূর্ব দিকে এলোভেরা গাছ বসান, তাহলে উত্তর-পূর্ব দিকে কোন ধরনের গাছ বসাবেন না। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ব দিকে এলোভেরা গাছ বসানোর সাথে সাথে যদি উত্তর-পূর্ব দিকে কোন বড় গাছ বসানো হয় সেক্ষেত্রে এলোভেরা গাছের ফলাফল লাভ করা যায় না। তাই যারা এই গাছ লাগাবেন বলে মনস্থির করছেন, তারা জেনে রাখুন পূর্ব দিকে শুধুমাত্র এলোভেরা গাছ স্থাপন করবেন। এই গাছটির নিয়মিত যত্ন আপনাকে নিতে হবে। সময়ের সাথে সাথে এলোভেরা গাছের প্রভাবে দূর হবে আপনার যাবতীয় সমস্যা।

বাড়িতে টিকটিকির উপদ্রপ? ফলো করুন এই ৫ টি টিপস

আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কম বেশি টিকটিকি লক্ষ্য করা যায়। টিকটিকি এমন একটি প্রাণী যারা সরাসরি আমাদের কোন ক্ষতি না করলেও,এদের থেকে অনেক ধরনের রোগ ছড়াতে পারে। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন যারা টিকটিকি দেখলে ভয় পান। তাছাড়াও কোন খাবারে যদি টিকটিকি মুখ দেয় তাহলে সেটি আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

আজ আমরা আপনাকে এমন কিছু টিপস দেব যার দ্বারা সহজেই আপনি টিকটিকির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আসুন দেখে নেওয়া যাক:

১. আপনার বাড়ি থেকে টিকটিকি দূর করতে হলে ঘর, বারান্দা ও দেওয়াল ভালো করে কেরোসিন তেল দিয়ে মুছুন। কেরোসিন তেলের উগ্র গন্ধে টিকটিকির পাশাপাশি অন্যান্য পোকামাকড়ও আপনার বাড়ির গা ঘেঁষতে পারবে না। ২. অনেকেই হয়তো জানেন না ময়ূরের পালক টিকটিকি নাশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, বাড়ির দেওয়ালে ময়ূরের পালক লাগালে টিকটিকির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন যুক্তি না থাকলেও অনেকেরই বিশ্বাস যে ময়ূরের পালকে সত্যিই বাড়ি থেকে টিকটিকি দূর হয়।

৩. আপনি জানলে অবাক হবেন টিকটিকি মোটেও গোলমরিচের গন্ধ সহ্য করতে পারেনা। আপনাদের বাড়িতে যে সকল জায়গায় টিকটিকির উপদ্রব বেশি সেই সব জায়গায় গোলমরিচ গুঁড়ো জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন। ৪. রসুনের ঝাঁঝালো গন্ধ টিকটিকি একদম সহ্য করতে পারে না। আপনারা যদি কয়েক কোয়া রসুন জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন তাহলে টিকটিকি দূর হবে। ৫. টিকটিকির হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনি কর্পূর ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের কোনায় কর্পূর রাখলে তার ঝাঁঝালো গন্ধে টিকটিকি সহ অন্যান্য পোকামাকড়ও দূর হবে।

বড়সড় লিপ নিচ্ছে 'মিঠাই' এর গল্প

দেড় বছর আগে বাংলা সিরিয়ালের জগতে পথচলা শুরু করে এক নতুন সিরিয়াল। বাঙালির চিরন্তন প্রিয় মিষ্টিকে নিয়ে একটা আস্ত সিরিয়াল তৈরি হয়ে যায়, 'মিঠাই' । কখন যে দর্শকরা তুফানমেল আর উচ্ছেবাবুকে ভালবেসে ফেলে তা তারা নিজেরাও হয়তো বুঝতে পারেনি।

জনাইয়ের মিষ্টি মেয়ে আর দাদুর রাগী নাতির জুটি ছক্কার পর ছক্কা হাঁকিয়েছিল টিআরপি তালিকায়।

৫৬ বার বাংলা সেরা হয়ে রেকর্ড গড়েছিল মিঠাই। সেই সুসময় অবশ্য অনেক দিন হল অস্তগত হয়েছে। সিরিয়ালের নিয়ম মেনেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমেছে টিআরপি। তবুও অন্যান্য সিরিয়ালগুলি যেখানে মাস কয়েক পরেই সেরা দশের তালিকা থেকে ছিটকে যায়, সেখানে মিঠাই দেড় বছর ধরে ভাল টিআরপি ধরে রেখেছিল। সম্প্রতি নতুন সিরিয়াল আসায় এতদিনের বাঁধাধরা রাত আটটার স্লট ছেড়ে দিতে হয়েছে মিঠাইকে। তার বদলে সন্ধ্যা ছটায় দেখা যাবে মিঠাই। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বদলও আসছে সিরিয়ালে। আগেই শোনা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছরের লিপ নেবে মিঠাইয়ের গল্প। সেই সঙ্গে দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দাদাই আর ঠাম্মিই নাকি বিদায় নেবে সিরিয়াল থেকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল হবে সিড মিঠাই সহ অন্য চরিত্রগুলোরও। সিরিয়ালের বিভিন্ন ফ্যানপেজে খবর ঘোরাঘুরি করছে, সিড মিঠাইয়ের নাকি এক পুত্রসন্তান হবে। জুনিয়র উচ্ছেবাবুর চরিত্রে কে অভিনয় করবে তারই খোঁজ নাকি চলছে এখন।

শনিবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আমরণ অনশন দশদিন অতিবাহিত। ছবি নিজস্ব।

দৃশ্যমানতা পৌঁছচ্ছে তলানিতে; দূষণ-মুক্ত হচ্ছেই না দিল্লি, নয়ডাতেও খারাপ অবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): বায়ুদূষণ ও ধোঁয়াশা কাটছেই না দিল্লির বাতাস থেকে। ধোঁয়াশার জন্য শনিবার সকালে দিল্লিতে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়, স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শ্বাসকষ্ট তো ছিলই। এদিন সকালে একেবারে ধোঁয়াশার চাদর ঢাকা ছিল দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির। দূষণের কবলে ছিল রাজঘাট থেকে দিল্লির সরাই কালে খান এলাকা, মথুরা রোড, বারাখাম্বা রোড ও প্রগতি ময়দান প্রভৃতি এলাকা। দৃশ্যমানতা কম থাকায় এদিন সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে যানবাহন।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালে দিল্লির বাতাসে দূষণ-সূচক ছিল খুবই খারাপ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দূষণ-সূচক ছিল ৩৫৫, মথুরা রোড এলাকায় ৩৪০ ও নয়ডাতে ৩৯২। দিল্লির পাশাপাশি এদিন দূষণের কবলে ছিল রাজধানী সংলগ্ন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর। প্রসঙ্গত, এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা ভাল। ৫১ থেকে ১০০ হলে, তা সন্তোষজনক, ১০১ থেকে ২০০ পর্যন্ত সহনীয়। ২০১ থেকে ৩০০ খারাপ, ৩০১ থেকে ৪০০ খুব খারাপ এবং ৪০১ থেকে ৫০০ হল গুরুতর। দূষণ ও ধোঁয়াশার কারণে দিল্লিতে সবথেকে বেশি সমস্যায় প্রাতঃভ্রমণকারীরা। দূষণ থেকে পরিত্রান চাইছেন তাঁরা।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে অশান্তি, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তেজনা ভাঙড়ে

ভাঙড়, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। ভাঙড়ের কাশিপুর থানার পাকাপোল এলাকার ঘটনা। মূলত জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তৃণমূল নেতা ফিরোজ উদ্দিন সাপুই ও খাইরুল ইসলামের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে, সেই প্রকল্পে কে মালপত্র সরবরাহ করবে, কে ওই প্রকল্পে জমির যোগান দেবে এই নিয়েই স্থানীয় দুই নেতার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত।

এই ঘটনায় ফিরোজ উদ্দিন সাপুই-এর পার্টি অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে খয়রুল ইসলাম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। লাঠি নিয়ে ফিরোজের দলীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ফিরোজের বেশ কয়েজন অনুগামী আহত হয়েছে বলেও দাবি। অন্যদিকে খয়রুলের পাল্টা দাবি, তাঁদেরকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করে, ইট ছোড়ে ফিরোজের অনুগামীরা। ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলেই দু''পক্ষের মধ্যে বিবাদ, সংঘর্ষ বাধে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই ঘটনায় উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ কর্মীরা। তবে এই ঘটনায় শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোন পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি।

ফিরোজ বলেন, ''সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, আর সেই কারণে আমরা কর্মীদের নিয়ে গ্রামে মিছিল করি। এতেই আমাদের উপর চড়াও হয় ওঁরা। দলীয় কার্যালয়ে লাঠি সোটা নিয়ে এসে আমাদের কর্মীর উপর হামলা করে। ওঁরা তৃণমূল নয়, তৃণমূল হলে দলীয় কর্মীদের উপর এভাবে হামলা করতে পারতো না।'' পাল্টা খয়রুল বলেন, '' মিছিলের নাম করে আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোড়ে ফিরোজের লোকেরা। আমরা কারণ জানতে গেলে আমাদেরকে মারধর করে। আর আমরা তৃণমূল কর্মী কিনা আর উত্তর দলের উর্ধতন নেতৃত্ব দেবেন।''

নরেন্দ্রপুর বোমাবাজির ঘটনায় এখনও থমথমে এলাকা, ধৃত চার দুষ্কৃতী

নরেন্দ্রপুর, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবারের আতঙ্ক শনিবারও বিরাজমান। বাড়ির মধ্যেই ভয়ে-আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ৫ কিশোর। শুক্রবার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার দাসপাড়ায় দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে আহত হয় ৫ কিশোর। যাদের বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তারা একটি মাঠে খেলতে এসেছিল। বাড়ির পাশের মাঠে খেলতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। দুষ্কৃতীদের বোমা সরানো দেখে ফেলে তারা। ওই কিশোরদের সেখান থেকে সরে যেতে বলে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু নিজেদের খেলার মাঠ ছেড়ে চলে আসতে চায়নি সূর্য, বিক্রম, অর্ণবরা। অভিযোগ, সেই সময়ই দুষ্কৃতীরা তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। আর সেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর জখম হয় পাঁচ কিশোর। তাঁদের প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পড়ে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসার পর রাতে ছেড়ে দেওয়া হয় সকলকেই। তবে বাড়ি ফিরলেও যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছে ওই ৫ কিশোর।

এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবারই নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এলাকা থেকে দু''টি মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলের কাছেই একটি ঝোপ থেকে পাঁচটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের শনিবারই বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ঘটনায় আক্রান্ত কিশোর সূর্য চৌধুরী বলে, ''আমরা খেলছিলাম, তখন চার পাঁচজন ওখানে আসে। টিনের ঘরের তালা ভাংছিল ওঁরা। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমরা বারণ করি। কিন্তু আমাদের কথা শোনেনি। আমরাও খেলায় মন দিয়েছিলাম। কিন্তু ওদিকে আমাদের বল চলে গেলে যখন আনতে যাই, তখনই আমাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে।'' এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত ওঁরা সবাই। কেউই আর মাঠে খেলতে যেতে চাইছে না। আতঙ্কিত এলাকার অভিভাবকরাও। স্থানীয় বাসিন্দা রবিন চৌধুরী, ঝর্ণা দলুইরা বলেন, '' দিন দুপুরে বাচ্চাদের এভাবে বোমা মারল। একটা বড় দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারতো। আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? বাড়ির বাইরে বেরোলে নিস্তার নেই দেখছি। পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করে এলাকায় শান্তি ফেরাক, আমাদের নিরাপত্তা দিক।''

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত অস্ত্র বিক্রেতা

ভাঙড়, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক অস্ত্র বিক্রেতা। ধৃতের নাম আসান মোল্লা। ধৃতের কাছ থেকে চারটে বন্দুক ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের কাশিপুর থানার অন্তর্গত শোনপুর অটো স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বাড়ি কাশীপুর থানার ঘোজ বানিয়াড়া এলাকায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি পাইপগান ও পাঁচটি গুলি, একটি মোটরবাইক ও একটি মোবাইল ফোন। এদিন রাতে ওই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে এসেছিল আসান। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়েই বারইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও কাশীপুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ৩০ অক্টোবর মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ৯৪-তম পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

ইন্ডিগোর বিমানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানে আগুন লাগার ঘটনায় উদ্বিগ্ন ডিজিসিএ। এই আগুন লাগার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। শনিবার সকালের ডিজিসিএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইন্ডিগোর ৬ই-২১৩১ (দিল্লি-বেঙ্গালুরু) বিমানে আগুন লাগার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিশদ তদন্ত করা হবে এবং উপযুক্ত ফলোআপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।শুক্রবার রাতে উড়ান শুরুর আগেই ইন্ডিগোর '৬ই-২১৩১' বিমানের ইঞ্জিনে আগুন লাগে। '৬ই-২১৩১' এয়ারবাসে ওই সময় পাইলট, বিমানকর্মী ও যাত্রী মিলিয়ে ১৮৪ জন ছিলেন। উড়ানের সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সম্ভবত ইঞ্জিনে আগুন লাগে। ডিজিসিএ জানিয়েছেন, বিমানের ইঞ্জিন বিকলের সংকেত মিলেছিল। বিকট শব্দ শোনা যায়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কাজ করেছিল। বিমানটিকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে ডিজিসিএ। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

একধাক্কায় অনেকটাই পারদ-পতন তিলোত্তমায়

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আকাশ মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল থাকবে, শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে তিলোত্তমায়। তবে, ভোরের দিকে অনুভূত হবে শীতের আমেজ। তুলনামূলক ঠাণ্ডা থাকবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। দুই বঙ্গে আপাতত আবহাওয়ার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। মাঝেমধ্যে আকাশ আংশিক মেঘলা হলেও, বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। দুই বঙ্গে খুব একটা তাপমাত্রার পরিবর্তনও হবে না। যদিও, শনিবার একধাক্কায় অনেকটাই পারদ পতন হয়েছে মহানগরীতে, সৌজন্যে শীতের আমেজও অনুভূত হয়েছে। ছট পুজোর দিনগুলিতে কলকাতায় ভোরের দিকে কুয়াশা থাকতে পারে, কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে, রাতের তাপমাত্রা ২৩ অথবা ২২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। এখনই সেভাবে শীত না পড়লেও, কলকাতার তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা অনুভূত হবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। শীত কবে আসবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। অপেক্ষা করতে হতে পারে আরও কিছু দিন। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ফিলিপিন্সে 'নালজি'র প্রকোপে মৃত কমপক্ষে ৭২

মানিলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : ফিলিপিন্সে ঝড় 'নালজি'র প্রকোপে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭২ জনের। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। শনিবার দেশের দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর একথা জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাগিন্দানাও প্রদেশে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুলতান কুদারাত প্রদেশে ২ জন এবং দক্ষিণ কোতাবাতো প্রদেশে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি মৃত্যুর ঘটনাগুলো মধ্যাঞ্চলীয় ভিসাইয়াস অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ঘটেছে। স্থানীয় সময় মতে শনিবার ভোররাতে ফিলিপিন্সের পূর্বাঞ্চলীয় কাতানদুয়ানেস প্রদেশের উপকূল হয়ে আছড়ে পড়ে 'নালজি'। সে সময় ঝড়টি গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯৫ কিলোমিটার ছিল যা দমকা হাওয়া আকারে ১৬০ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।ফিলিপিন্সের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নালজির প্রভাবে শনিবার রাজধানী মানিলা ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়টি ফিলিপিন্সের প্রধান দ্বীপ লুজনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ চিন সাগরের দিকে এগিয়ে যাবে। এদিকে, শুক্রবার তল্লাশি ও উদ্ধারকারী দলগুলি বন্যার জল ও ভূমিধসে নেমে আসা ঘন কাদার স্রোতের ভেতর থেকে বহু মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

হামলায় জখম ন্যান্সি পেলোসির স্বামী

সান ফ্রান্সিসকো, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): আমেরিকার 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এর স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির বাড়িতে হামলা। জখম স্পিকারের স্বামী পল পেলোসি। ঘটনায় হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার স্পিকারের সান ফ্রান্সিসকোর বাড়িতে হামলা চালায় এক দুষ্কৃতী। স্পিকারের স্বামীর ওপর চড়াও হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এরপরই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হামলাকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জখম অবস্থায় পলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ১,৫৭৪

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের দুই হাজারের নীচে নেমে এসেছে, নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার সারা দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৭৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, শুধুমাত্র কেরলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,২৯,০০৮-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৮ হাজার ৮০২-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৫৯৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৭৪ জন, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৫০,৬৬২ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৮ হাজার ৮০২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৩৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৬২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,০২,৮৫২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৭ শতাংশ, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,১৬১ জন।

ভারতে ২১৯.৬২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৯.৬২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৩৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৯.৬২-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৯,৬২,১৮,৩৩৮ জন (৯৫.০২ কোটি দ্বিতীয় ডোজ ও ২২.০৭ কোটি প্রিকশন ডোজ) ।ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১,৬৫,৯০১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৬৫,৯০১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৭৪ জন। মোট কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা ৯০.০৭ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে।

জঙ্গলে জোড়া বাঘের দর্শন আনন্দে মাতলেন পর্যটকরা

সুন্দরবন, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): শীতের শুরু হতে না হতেই সুন্দরবনের জঙ্গলে ফের দেখা মিলল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। কলকাতা থেকে আসা পর্যটকদের এক দল সুন্দরবন বেড়াতে আসেন বৃহস্পতিবার। যাদবপুর থেকে বেড়াতে আসা ১৭ জনের দলটি শুক্রবার দুপুরে বাঘের দেখা পান সুন্দরবনের দোবাঁকির জঙ্গলে। লঞ্চে করে ভ্রমণের সময় দু''টি বাঘকে নদীর চরে দেখতে পান তাঁরা। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন পর্যটক।গত বছর শীতের মরশুমে একাধিক বার একাধিক জঙ্গলে দক্ষিণ রায়ের দেখা মেলে। শীতের আমেজ আসতে না আসতেই আবারও রয়েল বেঙ্গল দর্শন পেলেন পর্যটকরা। এবার বাড়তি পাওনা একসঙ্গে জোড়া বাঘের দর্শন। নদীর চরে দুই বাঘের লড়াই চলে দীর্ঘক্ষণ। সেই ছবিই ক্যামেরা বন্দি করেন পর্যটকরা।

ভেঙে গেল ১০ বছরের রেকর্ড

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মরশুমের শীতলতম সকাল উপভোগ করল তিলোত্তমা। একধাক্কায় অনেকটাই নামল মহানগরীর তাপমাতার পারদ, ভেঙে গেল বিগত ১০ বছরের রেকর্ড। অক্টোবর মাসেই ২০-র নীচে নামল কলকাতার তাপমাত্রা পারদ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কলকাতায় পারদ নেমেছে ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি নীচে। ১০ বছর পর এই প্রথম অক্টোবর মাসে এতটা নীচে নামল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। এর আগে ২০১২ সালের ২৮ অক্টোবরে শহরের তাপমাত্রা নেমেছিল ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১০ বছর আগের সেই রেকর্ড শনিবার ভেঙে গেল কলকাতায়।বিগত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার ভোল পাল্টাচ্ছে। সকালে মালুম হচ্ছে শীতের শিরশিরানি ভাব। যদিও বেলা গড়াতেই উধাও হয়ে যাচ্ছে সেই হিমেল অনুভূতি। কিন্তু রাতের দিকে আবার টের পাওয়া যাচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। তা হলে কি এ বার আগেভাগেই এসে গেল শীত? না, তা মোটেও নয়। শীতের জন্য বঙ্গবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ জোড়াবাগানে

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করেন জোড়াবাগান এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার সকালে পথ অবরোধে নামেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, জল নিয়ে দীর্ঘদিন সমস্যা হচ্ছে এলাকায়। এরপরই শনিবার সকাল থেকে অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। কিছু পরেই আসেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে জোড়াবাগানে রাস্তা অবরোধ শুরু হয়।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited by the under signed on behalf of the Governor of Tripura front the bonafied agencies/contractors for the following construction works:-

SL NO.	NAME OF WORKS	ESTIMATE COST	EARNEST MONEY	TIME ALLOWED
01.	Repair/renovation of toilet block (size 15' x 10') with water tank (size 8' x 8' x 5') at Bethbagan 140 Bn. CRPF camp under Dhalai District	Rs.4,97,242/-	Rs.9,945/-	30 days

A copy of tender notice may be obtained free of cost from the Office of the under singed on or before 07/11/2022 on any working day during office hours.
Detailed tender notice and terms and conditions may also be seen at web sites www.tripurapolice.nic.in,www.tripura.nic.in and www.dhalaitripurapolice.gov.in

Sd/-Illegible
Superintendent of Police
Dhalai District, Ambassa

ICA/C/2761/22

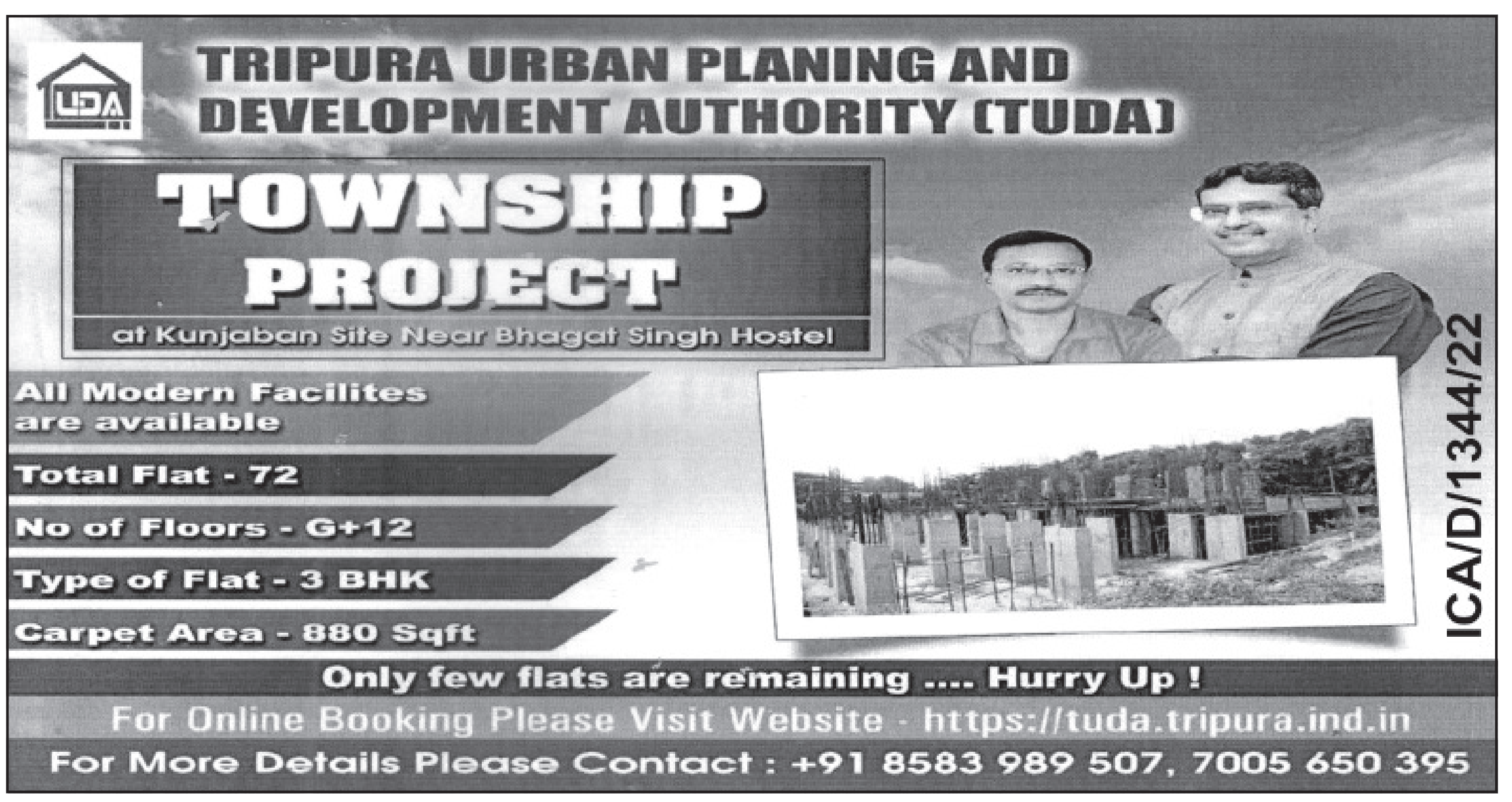

// NOTICE INVITING TENDER //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites the under mentioned sealed Tender from the enlisted contractors/ agencies of Tripura PWD /TTAADC, MES in appropriate class having experience in similar nature of works in format No.F/TRI-7 in non-judicial stamp paper costing Rs.50/- only.

Sl No.	Name of work	Place of work	Estimated cost	Earnest money	Time of completion of the work
01.	Repairing/maintenance work of kitchen-cum dining hall at Ratanpur camp of 10th Bn. TSR(IR-V) under Khowai PS.	Ratanpur TSR camp under Khowai PS.	Rs.1,84,366/-	Rs.4,610/-	02(two) months.

2. The interested contractors and bonafied Agencies may be obtained the detailed Tender Notice, estimate, terms & condition etc., from the office of the Commandant, 10th Battalion TSR(IR-V), Paschim Barjala, Jirania, West Tripura on or before 07-11-2022 on any working day during office hours against a prayer on cash payment of Rs.500/- only (non-refundable) being the cost of above documents.
3. The details of NIT, Terms & Condition etc., can also be seen at Police Website **www.tripurapolice.gov.in**
03. Last date of submission of tender/quotation is 20-11-2022 up to 1500 hrs and will be opened on the same day at 1600 hrs.

Sd/-(Sanjoy Roy)
Commandant
10th Battalion TSR (IR-V)

ICA/C/2756/22

জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন শুরু

আগরতলা,২৯ অক্টোবর : ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ও শিক্ষামূলক কর্মশালা আজ রাজধানীর শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে শুরু হয়েছে। দু"দিন ব্যাপী এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামীকাল হবে শিক্ষামূলক কর্মশালা। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী তার ভাষণে বলেছেন, বর্তমান সরকার প্রকৃত অর্থেই সাংবাদিক বান্ধব সরকার। সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই সাংবাদিকদের স্বার্থে একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। আসন্ন প্রেস ডে অনুষ্ঠানে আরও প্রকল্প ঘোষণা করা হবে বলে মন্ত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। মন্ত্রী বলেছেন, সাংবাদিকদের সমস্যা ও দাবীদাওয়া সম্পর্কে তিনি এবং মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন। দাবী আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার সাংবাদিকদের সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিক। পর্যায়ক্রমে প্রকল্পগুলি ঘোষণা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীর প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেছেন, সরকার বিজ্ঞাপন নীতি সংশোধন করে মিডিয়াগুলিকে অনেক বেশি বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছে। কর্মরত সাংবাদিকরা যাতে এর সুফল ভোগ করতে পারে- সেটা দেখা হবে। সরকার ঘোষিত পেনশন প্রকল্প সম্পর্কে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকার অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দশ হাজার টাকা করেছে। সকল অবসরপ্রাপ্ত 'বাদিক যাতে সহায়ে এই পেনশন পেতে পারেন তার জন্য শর্তাদি শিথিল করার উদ্যেগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সরকার সাংবাদিকদের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সুবিধা পেতে প্রশাসনিক কোন জটিলতা থাকলে সেগুলি দূর করা হবে। মন্ত্রী আরও বলেছেন, মফস্বলের সাংবাদিকদের জন্য আরও আড়াই শ এক্রিলিটেশন কার্ড দেওয়া হবে। সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পও ঘোষণা হয়েছে। প্রত্যেক সাংবাদিক বছরে তিন লক্ষ টাকা বীমার সুবিধা পাবেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যদেরও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি আহাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে বীমার টাকার অংক আরও বৃদ্ধি করা হবে। মধ্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আগরতলায় ভূমিহীন সাংবাদিকদের আবাসনের সমস্যা সমাধানের বিষয়েও সরকার চিন্তা ভাবনা করছে।

মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেছেন, তথ্য সমৃদ্ধ সংবাদ পরিবেশন করুন। উদ্দেশ্য প্রনোদিত অসত্য সংবাদ পরিবেশন থেকে বিরত থাকন। রাজ্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির স্বার্থে সমালোচনা করুন। তিনি বলেন, কোন কোন মিডিয়া নিউজ গৌন করে, ভিউজ মুখ্য করে সংবাদ করছে। এতে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। প্রকৃত সংবাদ জানতে পারছেন না। তিনি মিডিয়াকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন। মেয়র দীপক মজুমদারও তাঁর বক্তব্যে সরকারের সাথে সাংবাদিকদের সুসম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি অনুসরণ করে কাজ করছে। সাংবাদিকদের দাবী পূরণে সরকার 'আন্তরিক। ইতোমধ্যেই অনেক প্রকল্প ঘোষণা হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের মহান পেশার গুরুত্ব উল্লেখ করে সংবাদ পরিবেশনে রাজ্যের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেবার আহবান জানিয়েছেন। মেয়র শ্রী মজুমদার অ্যাসোসিয়েশনের স্মরনিকা 'মাধ্যম' এর আবরন উন্মোচন করেছেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি এর রঞ্জন সেন, প্রাক্তন সভাপতি দিবাকর দেবনাথ ও সম্পাদক সুনীল দেবনাথ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে রাজ্যের আট জেলার প্রায় দুই সাংবাদিক অংশ গ্রহণ করেছেন।

সি এস আর প্রকল্পে ও টি পি সির মোবাইল হেলথ ভ্যান পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। গ্রামীণ এলাকায় ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌছে দিতে সি এস আর প্রকল্পের মাধ্যমে পালাটানাস্থিত ও টি পি সি শনিবার মোবাইল হেলথ ভ্যান পরিষেবা চালু করেছে। এদিন এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন কৃষি, পর্যটন ও পরিবহন প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকার, প্রাক্তন ইউএমসি চেয়ারপার্সন শীতল মজুমদার।

ও টি পি সি"র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই মোবাইল হেলথ ভ্যানের মাধ্যমে গোমতি জেলার তেপানিয়া ও কিল্লা ব্লকে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। এর আগে, ওটিপিসি রাজ্যের গোমতি ও সিপাহিজালা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল। এছাড়াও, উদয়পুরের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করে চলছে।

এই মোবাইল হেলথ ভ্যানটি আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোয় সজ্জিত। যাতে একজন মেডিকেল অফিসার সহ একজন নার্স এবং একজন ফার্মাসিস্ট থাকবেন। মোবাইল হেলথ ভ্যানটির মাধ্যমে সপ্তাহে ৬ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ সহ বিনামূল্যের ওষুধ দেওয়া হবে। এই মোবাইল হেলথ ভ্যানটির মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১২০ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে গোমতি জেলার সিএমও নিরুমোহন জামাতিয়া, বিএমএস সভাপতি গৌতম দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দাস সহ ওটিপিসি সিইও সঞ্জয় গাড়ওয়াল, ওটিপিসি প্রজেক্ট হেড তাপস ভৌমিক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্য জুড়ে লাগামহীনভাবে বেড়ে চলা নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও নারী হত্যার বীভৎসতার বিরুদ্ধে এবং কৈলাসহর-কুমারঘাট- কল্যাণপুরের- যোগেন্দ্রনগর গনধর্ষণ কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। প্রতিবাদ মিছিলটি কৈলাসহর ছাত্র যুব ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাসহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৈলাশহর পুরপরিষদের সামনে এসে শেষ হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ছচ্জ্জ বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সাগর ভট্টাচার্য , সভাপতি সৈইফ উদ্দিন, সদস্য জাহির আলি, সামিম আহমেদ, তাজ মহম্মদ, রুপাঙ্গন বাস্পার সহ আরো অনেকে।

কৈলাসহরে বিজেপির উদ্যোগে মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। কৈলাসহর বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে ৫৯টি বুথের বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে কৈলাশহর রাজপথ কাঁপিয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলটি কৈলাশহর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কৈলাসহর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে এসে মিলিত হয়। ১৭শে অক্টোবর ফটিকরায় থানার অধীনে কাঞ্চনবাড়ি বাজার এলাকায় এক নাবালিকা কন্যাকে কিছু অভিযুক্তরা তুলে নিয়ে গিয়ে কুমারঘাট নেতাজি চৌমুহনী এলাকার একটি বাড়িতে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু চক্রান্তকারীরা মন্ত্রী ভগবান দাসের পুত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে সারা রাজ্যের সাথে শুক্রবার ৫৩ কৈলাসহর বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে ৫৯টি বুথের বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে কৈলাশহর রাজপথ কাঁপিয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলটি কৈলাশহর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কৈলাশহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কৈলাসহর বিজেপি জেলা কার্যালয়ের সামনে এসে মিলিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সহ-সভাপতি প্রশান্ত দে। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মিত্র , কৈলাসহর বিজেপি মন্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মুক্তা পাল সহ বিজেপি দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ জোড়াবাগানে

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করেন জোড়াবাগান এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার সকালে পথ অবরোধে নামেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, জল নিয়ে দীর্ঘদিন সমস্যা হচ্ছে এলাকায়। এরপরই শনিবার সকাল থেকে অবরোধে বসেন তাঁরা। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। কিছু পরেই আসেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।এদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে জোড়াবাগানে রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। জোড়াবাগান মোড় ও নিমতলা ঘাট স্ট্রিট ক্রসিং অর্থাৎ চার মাথার মোড় ২ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ করে রাখেন এলাকার বাসিন্দারা। গার্ডরেল দিয়ে তারা রাস্তা ঘিরে রাখেন।তাঁদের একটাই দাবি, জল চালু করতে হবে। তাহলেই রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ সিংয়ের কথায়, "আজ আমাদের ছটপুজো।

অথচ এলাকায় জল নেই। রাস্তার কলগুলো নির্জলা। কিন্তু আমরা ঠাকুরের বাসন, অন্যান্য সামগ্রী সবই তো এই রাস্তার কলের জলেই ধুই। বলছে মেশিন খারাপ। কিন্তু পরবের দিন এ কথা আমরা শুনব কেন? আমরা সকলের সঙ্গে কথা বলেছি, কোনও সমাধান হয়নি।"এলাকার বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই জলের সমস্যা শুরু হয়েছে এলাকায়।

সকাল ৬টায় জল আসার কথা থাকলেও কখনও সাড়ে ৬টা, কখনও ৭টা, কখনও সাড়ে ৭টায় জল আসে। দিনে চারবার জল আসার কথা। সকাল ৬টা, বেলা ১১টা, বিকেল সাড়ে তিনটে, রাত ৮টা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সকালের জল নিয়ম মেনে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুপুরে রাতে জল দেয় না। দু'বার জল দিলেও তাও অনিয়মিত। সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় কাউন্সিলরের লোকজন।

বেআইনী

● প্রথম পাতার পর

এতে করে ঘটনাস্থলে থাকা যুবক নাসির মিয়া সহ দুই মহিলা বেশ আহত হয়েছেন। ফলে আহত যুবককে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত দাস জানান যে সকল ব্যবসায়ী অবৈধভাবে সার ও বীজ বিক্রি করছে তাদের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। তাদের আগাম নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। তাই এই অভিযান চালানো হয়। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে বৈধভাবে লাইসেন্স করে ব্যবসা করার জন্য আহবান জানান। এদিন প্রায় ১০ টি দোকানে অভিযান চালালো হয়। কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস জানান এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারী থাকবে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়। এই দিকে ঘটনার বিষয়বস্তু জানিয়ে শনিবার দুপুরেই স্থানীয় কলমচৌড়া থানা নাম উল্লেখ করে নয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আক্রান্তদের তরফে।

বাগমায়

● প্রথম পাতার পর

কেটে ফেলেন দুষ্কৃতীরা এবং বিজেপি অফিসের সামনে এক ব্যবসায়ীর ছাউনি ভেঙ্গে ফেলা হয়। যাকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনো কোন গ্রেফতার নেই।

ধস্তাধস্তি

● প্রথম পাতার পর

সাহা দাবি করছেন ত্রিপুরায় নাকি সুশাসন চলছে। তাহলে কোথায় সেই সুশাসন, দিবালোকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটছে এবং সম্প্রতি যে ঘটনাগুলির সাক্ষী রয়েছে রাজ্যবাসী তা ধাপা চাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে মানিক সাহার মন্ত্রিসভার সদস্যরা। তাই দাবি জানানো হচ্ছে অবিলম্বে সেই মন্ত্রীদের মন্ত্রী সভা থেকে বরখাস্ত করার জন্য। নাহলে মুখ্যমন্ত্রীর বরখাস্তের দাবি জানায় যুব কংগ্রেস বলে জানান তিনি। পরে তাদের গ্রেফতার করে নেয় পূর্ব থানার পুলিশ।

কলেজটিলায়

● প্রথম পাতার পর

কত্যবরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে মৃত্যু হতে পারে ওই যুবকের। কিন্তু তার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অক্টোবরেই ২০-র নীচে নামল মহানগরীর তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.): মরশুমের শীতলতম সকাল উপভোগ করল তিলোত্তমা। একধাক্কায় অনেকটাই নামল মহানগরীর তাপমাতার পারদ, ভেঙে গেল বিগত ১০ বছরের রেকর্ড। অক্টোবর মাসেই ২০-র নীচে নামল কলকাতার তাপমাত্রা পারদ।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কলকাতায় পারদ নেমেছে ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি নীচে। ১০ বছর পর এই প্রথম অক্টোবর মাসে এতটা নীচে নামল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। এর আগে ২০১২ সালের ২৮ অক্টোবরে শহরের তাপমাত্রা নেমেছিল ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১০ বছর আগের সেই রেকর্ড শনিবার ভেঙে গেল কলকাতায়।বিগত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার ভোল পাল্টাচ্ছে। সকালে মালুম হচ্ছে শীতের শিরশিরানি ভাব। যদিও বেলা গড়াতেই উধাও হয়ে যাচ্ছে সেই হিমেল অনুভূতি। কিন্তু রাতের দিকে আবার টের পাওয়া যাচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। তা হলে কি এ বার আগেভাগেই এসে গেল শীত? না, তা মোটেও নয়। শীতের জন্য বঙ্গবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

'বেঁচে আছি, সশরীরে আছি', "নিখোঁজ" পোস্টারে প্রতিক্রিয়া কাঞ্চন মল্লিকের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : "বেঁচে আছি, সশরীরে আছি। এখনও মিস্টার ইন্ডিয়া হয়ে যাইনি, ভ্যানিশ হয়ে যাইনি।" বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের খোঁজ চেয়ে উত্তরপাড়ায় "নিখোঁজ" পোস্টার পড়ায় এমনই প্রতিক্রিয়া জানালেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক।শনিবার উত্তরপাড়ার কোতরং এলাকায় কাঞ্চনের নাম এবং ছবি দিয়ে কিছু পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল, 'নিখোঁজ উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের সন্ধান চাই'। এবিষয়ে উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার মানুষের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়ায় পাওয়া গিয়েছে, সেখানে তাঁদের বক্তব্য- এলাকার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক সবসময় আসেন না। সদ্য শেষ হওয়া কালীপুজোতেও দেখা যায়নি কাঞ্চন মল্লিককে। দুর্গাপুজোর সময় দুই-একটি বড় পুজোয় তাঁকে দেখা গেলেও তারপরে আর কোথাও দেখা যায়নি বিধায়ককে।তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনা পুরোপুরি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। ওই বিধানসভার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, নির্দিষ্ট দিনে নিজের অফিসে আসেন এলাকার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এবং এলাকার মানুষের সব সমস্যার কথা তিনি শোনেন। এছাড়াও এলাকার সব অঞ্চলেই তিনি যান বলেও জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপির দিকেই। তবে এই পোস্টার কারা লাগিয়েছে, তা জানা যায়নি।যদিও এর পরই বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক এক ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "বেঁচে আছি, সশরীরে আছি। এখনও মিস্টার ইন্ডিয়া হয়ে যাইনি, ভ্যানিশ হয়ে যাইনি।" একইসঙ্গে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, কারা এই পোস্টার দিয়েছেন তা তিনি জানেন না। তবে যাঁরা এই পোস্টার দিয়েছেন, তাঁরা যদি নিমন্ত্রণ করেন তা হলে তাঁদের বাড়ি গিয়ে খেয়েও আসবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ছট পুজোর প্রাক্কালে গতকাল আসানসোলের বিহারীবাবু কোথায়, এই মর্মে কুলটির স্টেশন রোড এলাকায় পোস্টার পড়েছিল আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে। পোস্টারের নিচে লেখা ছিল, "বিহারী জনতা আসানসোল"। বাংলা এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কাছে আসানসোলে অনেক অবাঙালি রয়েছে। সাত-আট জায়গায় এই পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপ। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে গোপালপুরে পোস্টার পড়েছিল, বিধায়ককে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিখোঁজ। আর এবার এলাকার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের খোঁজ চেয়ে "নিখোঁজ" পোস্টার পড়ল উত্তরপাড়ায়।

মোবাইল কিনতে গিয়ে নিখোঁজ নানুরের তৃণমূল নেতা

বীরভূম, ২৯ অক্টোবর (হি. স.) : মোবাইল কিনতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ নানুরের তৃণমূল নেতা। রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয়েছে মোটর সাইকেল, ব্যাগ, চটি। মোবাইলে বারবার ফোন করলেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে পরিবারের দাবি। আত্মীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নানুর থানার পুলিশ।জানা গিয়েছে, নিখোঁজ তৃণমূল নেতার নাম বাবুলাল শেখ, বয়স ৪৫। তিনি নানুরের বাসাপাড়ার সিধাই গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান ওই ব্যক্তি। সিধাই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ডুলি বিবির সম্পর্কে দেওর হন বাবুলাল। নিজেও সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন তিনি। বছর খানেক আগে পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজও দেখাশোনা করতেন তিনি।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল ৪ টে নাগাদ বাসাপাড়ায় যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরন তিনি। মোবাইল কিনতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। বাসাপাড়ায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখাও হয় তাঁর। দেখা করে পূর্ব বর্ধমানের নতুনহাট যান তিনি। প্রায় রাত আটটা নাগাদ নতুনহাট থেকে তিনি ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নানুরের বাসাপাড়ার সাঁতরা গ্রামের সাঁকোর কাছে একটি রাস্তার ধারে ওই ব্যক্তির মোটরসাইকেল, চটি ও ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই জায়গা দিয়েই ফেরার কথা ছিল তাঁর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটর সাইকেলে বাজারের ঝোলা লাগানো ছিল, আর ঝোলার ভিতর থেকে বন্ধ করা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে মোবাইল ফোনটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছট পুজোয় ডিজে, প্লাস্টিকে না, সুবজ বাজিতে সময় বেঁধে দিল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : কালীপুজোর পর ছট পুজোতেও কড়া পদক্ষেপ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। শুক্রবার রাতে রাজ্যের প্রতিটি পুলিশ কমিশনারেট, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দূষণ রোধে ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জল দূষণ ও শব্দ দূষণ রোধ করে কীভাবে সুষ্ঠু-শান্তিপূর্ণ ভাবে ছট পুজো করা যায়, তার গাইডলাইনও এক প্রকার বলে দেওয়া হয়েছে। কোনও প্রকার ডিজে বাজানো যাবে না বলে জানানো হয়েছে। একই ভাবে সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য একমাত্র সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তেমনই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও থার্মোকল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।শুক্রবার রাতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পাঠানো নির্দেশিকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, প্রশাসন নির্ধারিত জলাশয়ে ছট পুজো সম্পন্ন করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও নজরদারি চালাতে হবে। পচনশীল বর্জ্য ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা আলাদা করতে হবে। জলে কোনও প্রকার ফুল ফেলা যাবে না। পুজোর সামগ্রী বহনে কোনও প্রকার থার্মোকেলের পাতা-প্লেট কিংবা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি এবিষয়ে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনকে কড়া নজরদারির কথা বলা হয়েছে। না হলে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

উদয়পুরে আজ উদ্বোধন বিশ্বের উচ্চতম শিব মূর্তির

উদয়পুর(রাজস্থান), ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : আজ শনিবার থেকে শুরু হবে রাজস্থানের নাথদ্বারায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিব মূর্তির উদ্বোধনের প্রক্রিয়া। এই শিবমূর্তির উচ্চতা ৩৬৯ ফুট। এই মূর্তি উদ্বোধনের জন্য ন'দিনের মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও। এছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত থাকবেন । সঙ্গে রামকথা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সেই কারণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন সন্ত মুরারী বাপু নাথদ্বারা।৫১ বিঘা জমির উপর তৈরি এই মূর্তিতে শিব ধ্যানের মুদ্রায় রয়েছেন। ২০ কিলোমিটার দূর থেকে এই মূর্তি দেখা যাচ্ছে। রাতেও স্পষ্ট দেখা যাবে ওই মূর্তি।কারণ, বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করে তা মূর্তির উপর ফেলা হয় রাতে। তাই দৃশ্যমান হন 'ভগবান শিব'।

ডার্বি ঘিরে তুঙ্গে টিকিট বিতর্ক চলছে চাপানউতোর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : আজ শনিবার যুবভারতীতে আইএসএলের ইতিহাসে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফের মুখোমুখি হতে চলেছে। দুই দল একই পয়েন্ট (৩) রেখে ডার্বি খেলতে নামছে, যা আগে কখনও হয়নি। আই লিগ, আইএসএল এবং ডুরান্ড কাপ মিলিয়ে পর পর ছটা ডার্বিতে জিতেছে সবুজ মেরুন দল। শনিবার এবারের আইএসএল-এ আবার মুখোমুখি হতে চলেছে দুই প্রধান।সল্টলেক স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচ ঘিরে টিকিটের হাহাকার। ইস্টবেঙ্গলের দাবি, তাদের পর্যাপ্ত টিকিট দেয়নি এটিকে মোহনবাগান। তাদের বাড়তি ১৭ হাজার টাকার টিকিট কিনতে হয়েছে। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন এটিকে মোহনবাগান ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত। তিনি জানিয়েছেন, 'তাঁরা পাঁচ হাজার টিকিট পাঠিয়েছেন।

ফিলিপিন্সে 'নালজি'র প্রকোপে মৃত কমপক্ষে ৭২

মানিলা, ২৯ অক্টোবর (হি.স.) : ফিলিপিন্সে ঝড় 'নালজি'র প্রকোপে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৭২ জনের। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। শনিবার দেশের দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর একথা জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাগিন্দানাও প্রদেশে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুলতান কুদারাত প্রদেশে ২ জন এবং দক্ষিণ কোতাবাতো প্রদেশে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি মৃত্যুর ঘটনাগুলো মধ্যাঞ্চলীয় ভিসাইয়াস অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ঘটেছে। স্থানীয় সময় মতে শনিবার ভোররাতে ফিলিপিন্সের পূর্বাঞ্চলীয় কাতানদুয়ানেস প্রদেশের উপকূল হয়ে আছড়ে পড়ে 'নালজি'। সে সময় ঝড়টি গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯৫ কিলোমিটার ছিল যা দমকা হাওয়া আকারে ১৬০ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফিলিপিন্সের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নালজির প্রভাবে শনিবার রাজধানী মানিলা ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়টি ফিলিপিন্সের প্রধান দ্বীপ লুজনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ চিন সাগরের দিকে এগিয়ে যাবে। এদিকে, শুক্রবার তল্লাশি ও উদ্ধারকারী দলগুলি বন্যার জল ও ভূমিধসে নেমে আসা ঘন কাদার স্রোতের ভেতর থেকে বহু মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

AFFIDAVIT

I **SRI KAMALJEET SARKAR**, S/O Kishore Kumar Sarkar, Resident of Ramnagar Road No.8, Ward No.14, Agartala, P.S-West Agartala, Dist-West Tripura, aged about- 22 Yrs, by caste-Hindu, by profession-Student a citizen of India do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:

That, in my Voter Card, PRTC, Birth Certificate, Aadhaar Card my father's name & surname has been written/ recorded as **Kishore Kumar Sarkar.**

That, in my Madhyamik Marksheet, Admit & Family Ration Card my father's name & surname has been written/ recorded as **Kishore Sarkar.**

That, I declare that my father **Kishore Kumar Sarkar & Kishore Sarkar** is the one and same person and Identical one.

These are true to my knowledge.

In acknowledgement where of I signed this affidavit today the 1st day of July, 2022 before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

Sd/-
KAMALJEET SARKAR

ক্রীড়া

ফিট ইন্ডিয়া রান রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ফিট ইন্ডিয়া রান অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে। পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৬ টায় রাজবাড়ি স্টেট মিউজিয়ামের সামনে থেকে শুরু হবে ৩ কিমি ওই দৌড়। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে এতে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ইমরানের গোলে লীগ ফুটবলে জয় দিয়ে শুরু মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো মৌচাক ক্লাব। নূণ্যতম গোলে পরাজিত করলো কল্যাণ সমিতিকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে শনিবার বিকেলে হয় ম্যাচটি। তাতে বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন ইমরান হুসেন। জয় পেলেও মৌচাকের ফুটবলাররা তেমন আহামরি খেলতে পারেননি এদিন। হয়তোবা আসরের প্রথম ম্যাচ বলে। দুদলেরই মাঝমাঠ অনেকটাই দুর্বল যা লক্ষ্য করা গেলো এদিন। প্রথমার্ধে কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা সমান তালে লড়াই করলেও দ্বিতীয়ার্ধে দমের অভাব দেখা দেয়। ওই সুযোগটা কাজে সুজিত কুমার ঘোষের ছেলেরা জয় তুলে নেয়। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে মৌচাকের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন ইমরান হুসেন। তবে সমতা ফেরাতে পারতো কল্যাণ সমিতি। যদি না সহজ সুযোগ নষ্ট করতেন দলীয় আক্রমণভাগের ফুটবলার। খেলা পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা।

আর্থিক নয়ছয় সহ হাজারো অভিযোগ রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিবের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। অরাজকতা চলছে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনে। একা সচিবের ইচ্ছে মতোই নাকি চলছে এই সংস্থা। বাকি প্রতিনিধি সহ সদস্যদের কোনো ভূমিকাই নেই এই অ্যাসোসিয়েশনে। একই সঙ্গে ব্যাপক আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ সচিব সঞ্জীব সাহার বিরুদ্ধে। শুধু আর্থিক নয়ছয় নয় রাজ্য দলগঠনেও নাকি নিজের ইচ্ছে প্রয়োগ করছেন সচিব অভিযোগ অভিভাবকদের। এই সব অভিযোগ পেয়ে শনিবার এন এস আর সি সি-র ব্যাডমিন্টন হলে ছুটে গেলেন রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা। তিনি গিয়ে দেখেন, ইন্ডোর হল-এ সিলেকশন ট্রায়াল চলছে চারটি বয়স ভিত্তিক গ্রুপে। কে ডাকলো এই ক্যাম্প? কখন এর নোটিস দেওয়া হলো? ওই বিষয়ে কিছুই জানেন না ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আজব ঘটনা, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে সিলেকশন ট্রায়াল চলছে, অথচ সভাপতিই জানেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সংস্থার সচিব সঞ্জীব সাহা নাকি শর্ট নোটিশে এই ক্যাম্প ডেকেছেন। এটা কি করে সম্ভব। সংস্থার কোনও মিটিংই হলো না, সদস্যরা কেউই জানেন না, ধুম করে সচিব কিভাবে একা এই সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রশ্ন তুললেন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা। তিনি স্পষ্ট ভাবে সচিব সঞ্জীব সাহার কাছে জানতে চাইলেন, কিভাবে একা এই সিধান্ত নিলো সে। এখানেই শেষ নয়, আগরতলায় সদ্য সমাপ্ত নর্থ ইস্ট ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়নশিপ আসরের হিসেব এখনোও কেন জমা দেয়নি কমিটি, তা নিয়ে ও প্রশ্ন তুললেন তিনি। লক্ষ লক্ষ টাকা এই আসরকে ঘিরে উঠেছে। এগুলোর কোনও হিসেব-ই এখনও দিতে পারেনি রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থা। এই তো গেল একটা অরাজকতা। দ্বিতীয় বিষয় হলো, মহকুমা থেকে সিলেকশন ট্রায়ালে এসে বহু খেলোয়াড় সুযোগই পেলেন না অংশগ্রহণ করতে। তাদের নানান অজুহাত দিয়ে ক্যাম্পে অংশগ্রহণই করতে দিলো না সঞ্জীব সাহার অনুগামীরা। একে তো সকাল থেকে খেলোয়াড়দের পেটে খাবার নেই, তার উপর এহেন আচরণ তাদের সঙ্গে করা হলো রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার তরফে, এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন ধলাই জেলার এক ক্রীড়া সংগঠক। তিনি বলেন, এই ভাবে তো রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। একই আক্ষেপ করলেন অপর একজন অভিভাবকও। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। সচিব, সভাপতি, ট্রেজারার সবই সঞ্জীব সাহার মন মতো লোকেরাই। হরির লুট চলছে রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থায়, এমনটায় অভিযোগ অনেকের।

পানিসাগরে মহিলা ফুটবল ম্যাচ রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। ৪ দলীয় আসর হবে পানিসাগর স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে। আগামীকাল হবে নৈশালোকে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। দুই ম্যাচের বিজয়ী দল ৩১ অক্টোবর খেলবে ফাইনাল ম্যাচে। অটল বিহারী বাজপেয়ী ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচের আগের দিন হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ৩১ অক্টোবর ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে হবে মহিলাদের ফাইনাল ম্যাচ। মহিলা ফুটবলে অংশ নেওয়া ৪ দল হলো: পেকুছড়া লেম্বুজয় পাড়া, অ্যাথলেটিক ক্লাব তিলথৈ, জীবন ত্রিপুরা হাই স্কুল এবং রাংলং এফ সি ওমেন দল। আজ বিকেল ৪ টায় পেকুছড়া লেম্বুজয় পাড়া-অ্যাথলেটিক ক্লাব তিলথৈ এবং সন্ধ্যে ৬ টায় জীবন ত্রিপুরা হাই স্কুল- রাংলং এফ সি ওমেন দল খেলবে। দুই ম্যাচের বিজয়ী দল ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

অনূর্ধ-২৫ প্রস্তুতি ম্যাচে সৌরভ, পল্লবের ব্যাটে রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। অনূর্ধ-২৫ ক্রিকেটারদের দুভাগে বিভক্ত করে শনিবার এক প্রস্তুতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলো এমবিবি স্টেডিয়ামে। এতে টিসিএ গ্রীন বনাম টিসিএ ব্লু দুটো দল একে অপরের মুখোমুখি হয়। প্রথমে টিসিএ ব্লু দল ব্যাট করে ৪৭.৪ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ করে ২৪০ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে পল্লব দাস সর্বাধিক ৪৬ রান করেন। এছাড়া কিষান মুড়া সিং ৩৫, অরিন্দম বর্মন ২৭, বিজয় বিশ্বাস এবং সুজিত চন্দ্র দেব ২৪ রান করেন। বল হাতে টিসিএ গ্রিনের পক্ষে লক্ষণ পাল তিনটি এবং দুটো করে উইকেট দখল করে শাহরুখ হোসেন ও অভিজিৎ দেব বর্মারা। পাল্টা খেলতে নেমে টিসিএ গ্রীন দল ২৩.৪ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ৯৮ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে সৌরভ সাহানি ৫৪ এবং লক্ষণ পাল উল্লেখযোগ্য মেজাজে ১৮ রান করে। এছাড়া আর কেউই ভরসা যোগাতে পারে নি। বল হাতে একা অর্জুন দেবনাথ ৯ রানে ৪ টি উইকেট ভাঙে টিসিএ ব্লু দলের হয়ে। সুবাদে ১৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় হাসিল করে নিল টিসিএ ব্লু দল।

প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী প্রগতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী প্রগতি প্লে সেন্টারের অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটাররা। পরাজিত করলো ক্রিকেট অনুরাগীকে। খুশি কোচ নয়ন মনি দেববর্মা। আই টি আই মাঠে শনিবার প্রথমে ব্যাট করে অনুরাগী শিবির ৪০ ওভারে ১২৩ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা খেলতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩২ ওভারে আট উইকেটের বিনিময়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। ব্যাট হাতে প্রগতির হয়ে অংশুমান নন্দী ৪২ এবং অর্পণ দে ৩৭ রান করে। বল হাতে শুভজিত তিনটি এবং সুরজিৎ দুটি উইকেট দখল করে। অনুরাগী শিবির বহু চেষ্টা করে ও রুখতে পারলো না প্রগতি প্লে সেন্টারের ক্রিকেটারদের। মূলত ছোটদের ক্রিকেট শুরু হওয়ার আগে নিজেদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই ওই প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন।

বি-ডিভিশন লীগ ফুটবল শুরু, স্পোর্টস স্কুলে পুলিশ আটক

পুলিস-১ (জুয়েল)
স্পোর্টস স্কুল-১ (জন)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর : অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্যের লড়াই শেষ হলো অমিমাংশিতভাবে। উদ্বোধনী ম্যাচে ভাগ হলো পয়েন্ট। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ত্রিপুরা পুলিস এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ম্যাচটি শেষ হয় ১-১ গোলে। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে এক পয়েন্ট এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় জন জমাতিয়া। দুদলই এদিন উপভোগ্য ম্যাচ উপহার দেয়। উইং তেমন ব্যবহার না করে মাঝমাঠ দিয়েই বারবার আক্রমণ সানাতে দেখা গেছে দুদলকেই। ফলে আক্রমনে তেমন দানা বাঁধতে লক্ষ্য করা যায়নি। তবে প্রাপ্ত সুযোগ গুলো যদি দুদলের ফুটবলাররা কাজে লাগাতে পারতেন তাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো। ম্যাচে ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুলের বিশাল দেববর্মা দিনের সবথেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করে। বিপক্ষের গোলরক্ষককে একা পেয়েও জালে ঠেলতে ব্যর্থ হয়েছে বিশাল। প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে ত্রিপুরা পুলিসকে এগিয়ে দেন জুয়েল দেববর্মা (১-০)। গোল হজম করার পর সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকেন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১৫ মিনিটে আগে জন জমাতিয়া দুর্দান্ত গোল করে সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ম্যাচ অমিমাংশিতভাবে শেষ হয়। রেফারি বিশ্বজিৎ দাস হলুদ কার্ড দেখান ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঞ্জীব শীলকে।

প্রস্তুতি ম্যাচে প্রীতম আনন্দের ব্যাটে রান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। প্রস্তুতি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে টিম-বি আজ ভালোই ব্যাট করেছে। মূলত রান এসেছে আরমান হোসেন, প্রীতম দাস এবং আনন্দ ভৌমিকের ব্যাট থেকে। রাজদীপ ও অর্কধ্যুতি কিছু রান পেয়েছে টের এন্ডারে নেমে। অনূর্ধ ১৯ ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নিয়ে দুটো গ্রুপ টিম-এ ও টিম-বি এর মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ দ্বিতীয় দিনে আজ শনিবার ৮৮. ২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। আরমান হোসেন ১০৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সহযোগে ৪৯ রান করেন। প্রীতম দাস ৬২ রান পেয়েছে ৯৯ বল খেলে। আনন্দ ভৌমিক অর্ধশত রান করেছে ৯১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। শেষ দিকে রাজদীপ দত্ত-এর ব্যাটেও রান এসেছে ৩৬, ৪৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি মেরে। অর্কধ্যুতি দেব ২৬ রানেও অপরাজিত রয়েছে। টিম-বি''র বোলিংয়ে সাফল্য পেয়েছে মূলতঃ অর্কজিৎ দাস, করণ দে ও দুর্লভ রায়। প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। তাছাড়া, রীব্রজিত দাস, তথাগত চক্রবর্তী ও দীপায়ন দাস পেয়েছে একটি করে উইকেট।

কিল্লায় মহিলা ফুটবল ফাইনালে তুলসী কামি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, কিল্লা, ২৯ অক্টোবর।।একতরফা খেলে ফাইনালে তুলসীরাম কামি দল। পরাজিত করলো রাইয়ো কামি দলকে। ৩-০ গোলে। মহিলা ফুটবলে। শনিবার জয়েং কামি মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে দুদল মুখোমুখি হয়।ত্রিপুরার দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার নিয়ে গড়া তুলসী কামি দলের ফুটবলাররা শুরু থেকেই ম্যাচের উপর জাঁকিয়ে বসেন। বল দখলের লড়াইয়ে ছিলো আধিপত্য।

রাঁচিতে জুনিয়র থ্রো বল মীট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। জাতীয় জুনিয়র থ্রো বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাঁচিতে। ৩২ তম ওই আসর হবে ২৭-৩০ ডিসেম্বর। এতে ত্রিপুরার বালক বালিকা উভয় বিভাগ অংশগ্রহণ করবে। আসরে অংশ নিতে রাজ্যদল গঠনের লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর হেজামারার সুরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে দুপুর ১ টায় হবে নির্বাচনী শিবির।

৪ বছর পর সোনামুড়ায় ২২ গজে গড়ালো বল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। সুদীর্ঘ ৪ বছর পর। ২২ গজে গড়ালো বল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় নতুন কমিটি গঠনের পরই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নেওয়া হয় দীর্ঘসময় ক্রিকেট বন্ধ থাকা সোনামুড়া মহকুমার পুনরায় ক্রিকেট চালু করা। সেই লক্ষ্যে শনিবার সোনামুড়ায় পা রাখেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সহ-সভাপতি তিমির চন্দ এবং যুগ্ম সচিব জয়ন্ত দে। ওই মহকুমার ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এদিন থেকেই শুরু হয় মহকুমায় অনূর্ধ-১৫ বালিকা ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ শিবির। তিন দিন ধরে চলবে ওই শিবির। এর পরই বাছাই করা বালিকা ক্রিকেটারদের পাঠানো হবে আগরতলার মূল শিবিরে। মহকুমায় পুনরায় ক্রিকেট শুরু হওয়ায় খুশি ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্রীড়াপ্রেমীরা। পরে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সহ-সভাপতি তিমির চন্দ বলেন, 'একসময় সোনামুড়া মহকুমা থেকে বহু ক্রিকেটার আগরতলার মাটিতে দাপিয়ে খেলতো। কিন্তু দীর্ঘ ৪ বছর খেলাধূলা না হওয়ায় ভাটা দেখা দেয়। বিশ্বাস করি পুনরায় ক্রিকেট চালু হওয়ায় আগামীদিনে মহকুমা থেকে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আবার আগরতলার মাটিতে দাপট দেখাবেই।' একই বিশ্বাস মহকুমার ক্রিকেট কর্তাদেরও।

NOTIFICATION

File No.16-207/TW/PME(EAP)/2022-23(Part-X1)/ 58019
Dated, 29 October, 2022.
Applications are invited for the following position on temporary contract basis for the period of 12 (tweve.1,months-in Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura in connection with Externally aided Project to be funded by World Bank namely "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP)'

Item No	Name of Position	Number of Post
1	Chief Operating Officer (COO)	01

2. Application should be submitted addressing to: The Secretary & Director, Tribal Welfare Department, Government of Tripura, P.N.Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura West, P.O. Kunjaban, PIN-799006 (hardcopy) or through E-mail: director.twd-tr@gov.in (in a single PDF file
3. Last date of submission of application is 14th November, 2022. Application received after due date will not be entertained.
4. The common application form may be downloaded from the website of Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura.
5. The details including Job descriptions and terms and conditions may be seen and downloaded from the website www.twd.tripura.gov.in.

Sd/-(L.T. Darlong.IAS)
Secretary & Director,
Tribal Welfare Govt. of Tripura.
ICA/D/1346/22

Notice inviting e- tender

PNIe-T-34/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/3731, dt27.10.2022
The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 05.11.2022 for 2 (Two) nos work. i) Construction of Khamar Bari High School at Mohanbhug RD Block Area under RD Bishramganj Division (G+1) Sepahijala District/ SH: Providing Internal Electrification work thereof. (As Per PWD SoR Electrification-2021). ii) Renovation and extension of Lalsingmura Community Hall under Charilam RD Block Area under RD Bishramganj Division, Sepahijala District. / SH: Providing Internal Electrification work thereof. (As Per PWD SoR Electrification- 2021) For details visit website- **https// tripuratenders.gov.in** and may contact at 9436133380. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

Sd/-(Er. Dibakar Shil)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura
ICA/C/2753/22

Ph:- (03821)-295080 (Land)
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 33/NIT/EE/PWD/AMP/2022-23 Dated: 25 -10-2022
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/9800-68 Dated : 25-10-2022.
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand)only.
Last date and time for document downloading and bidding: 11 -11-2022 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 11-11-2022 at 16:00 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT NO:56 /NIT/EE /R/2022-23.	Rs.23,46,406.00	Rs.46,928.00	90 Days	Appropriate Class
2	DNIT NO:57 /NIT/EE /R/2022	Rs.23,46,940.00	Rs.46,939.00	90 Days	
3	DNIT NO:58 /NIT/EE /R/2022	Rs.23,42,882.00`	Rs.46,858.00	90 Days	
4	DNIT NO:59 /NIT/EE /R/2022	Rs.11,54,489.00`	Rs.23,090.00	90 Days	
5	DNIT NO:60 /NIT/EE /R/2022	Rs.11,73,205.00	Rs.23,464.00	90 Days	
6	DNIT NO:61 /NIT/EE /B/2022-23.	Rs.7,31,809.00`	Rs.14,636.00	90 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/-Illegible
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura
ICA/C/2744-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 33/EE/RDJKGT/DIV/2022-23 Dt,25/10/2022
On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kurnarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on Double bid system from the eligible bidders up to .00 A.M. of 14/11/2022 for 02 (Two)nos. work (2nd Call). For details visit ,vebsite nttpsilltripuratenderssiov.ini eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/e-mail-een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
ICA/C/2747/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-38/EE/RD/TLM-DIV/2022-23 Dt.25/10/2022.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 07/11/2022 for 03(one) nos. construction works. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA/C/2750/22

SHORT NOTICE FOR NEWS PAPER PUBLICATION
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION FOR CARRYING OF AGRI INPUTS DURING 2022-23 UNDER GOURNAGAR AGRI. SUB-DIVISION, KAILASHAHAR, UNAKOTI. TRIPURA

1. Sealed Quotation in plain paper are invited on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied & resourceful transport contractors of Indian Citizen having experience & financial stability for carrying of Agri. inputs (Seeds , Fertilizers, PPC & Seedlings) by means of surface transport from Agri. Main Store go down at Kaulikora, Kailashahar (Unakoti District) & Agri. Main store, kumarghat at Industrial Estate & District Store situated at Dharmanagar(North Tripura) to different Sub-Seed Store (VLW Store) under Gournagar Agri. Sub-Division vide No.F.3 (16)-Agri (K1s)/ CARRYING/2020-21/2530-566 dated 28/10/2022.
2. The quotationer should quote their rate per quintal in plain paper as per format available at the office of the undersigned both in figures & in words inclusive of all expenses for loading & weigh men at supply point & unloading with weigh men including staking at the delivery point. Deduction of Income Tax & GST etc. as admissible will be made as per existing rate at the time of finalization of carrying bill.
3. The quotation will be received up to 3.00 p.m. on 11th Nov, 2022 in the office of the undersigned & same will be opened on the same day at 4.00 p.m, if possible. The quotationer or their authorized person may remain present at the time of opening of quotation.
4. Each quotation should accompany with an earnest money amounting to Rs.5000/-(Rupees five thousand) only, in the shape of D/Call on any nationalized bank duly pledged in favour of the undersigned. No conditional quotation will be accepted under any circumstances.
5. Detail information about name of the destination point, Security Money & terms and conditions of the quotation is available with the office of the undersigned and may be collected on any working day during office hours up to 48 hours before the schedule time of dropping the quotation on payment of Rs. 1000/-(Rupees one thousand) only being the cost of Quotation Form through Cash mergo Receipt (CR) at the cash counter, office of the undersigned.

Sd/-Illegible
(Ar. P.R. Choudhury)
Superintendent of Agriculture
Gournagar Agri. Sub-Division
Kallashahar, Unakoti, Tripura
ICA/C/2760/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগামী ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সব রিয়াং (ব্রু) শরণার্থীদের পূণর্বাসন দেয়া হবে, আনা হচ্ছে গণবন্টনের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪,১০২টি রিয়াং (ব্রু) শরণার্থী পরিবারকে পুণর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৮ ফেবয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে বাকী রিয়াং (ব্রু) শরণার্থী পরিবারকে রাজ্যের চিহ্নিত ১২টি স্থানে স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ চলছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, ত্রিপুরায় আশ্রিত মোট ৬,৯৫৯টি রিয়াং (ব্রু) শরণার্থী পরিবারের মোট ৩৭,১৩৬ জন সদস্য-সদস্যা রয়েছে। তাদের সবাইকে চিহ্নিত রাজ্যের ১২টি স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ভারত সরকার, ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকার এবং শরণার্থীদের সংগঠন রিয়াং (ব্রু) অর্গানাইজেশনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ভোটাধিকার, বিনামূল্যে রেশন কার্ড দেওয়া থেকে শুরু করে রিয়াং (ব্রু) শরণার্থীরা যে সব সুবিধা পাচ্ছেন এবং তাদেরকে যেসব সুবিধা প্রদান করা হবে সেই বিষয়েও প্রধান সচিব আলোকপাত করেন। তিনি জানান, পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। তিনি জানান, রিয়াং (ব্রু) শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তাও ডিবিটির মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব জানান, এনএলসিপিআর প্রকল্পে খোয়াই এবং সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের অফিসের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় হয়েছে ৪২.২০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স প্রকল্পে ১১২টি তহশিল কাছাড়ির উন্নতিকরণ সহ ৪২টি নতুন তহশিল কাছাড়ি তৈরী করা হবে। ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু করা হয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ১৪৯০টি পরিবারকে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকী পরিবারগুলিকেও জমি বরাদ্দের কাজ চলছে। তিনি জানান, ডিআইএলআরএমপি প্রকল্পে তহশিল অফিসগুলিতে কম্পিউটারাইজেশনের ব্যবস্থা করা

হচ্ছে। তহশিল অফিসগুলিতে ল্যাপটপ প্রদান করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব জানান, রাজ্যে জমির ম্যাপ উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে ভূ-ন'া সফটওয়ার চালু করা হয়েছে। রেজিস্ট্রি অফিসে জনগণের সুবিধার্থে এনজিডিআরএস সফটওয়ার চালু করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধান সচিব অনলাইন ই-সিটিজেন পরিষেবা, রাজস্ব আদালত মামলার মনিটারিং সিস্টেম, অনলাইনে ভূমি রাজস্ব প্রদান, ই-আর ও আর পরিষেবা ইত্যাদির উপরও বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি জানান, রাজ্যের রাজস্ব মৌজাগুলিতে রেভিশনাল সার্ভের কাজ এই বছরই শেষ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব অনিন্দ্য ভ-াচার্য, অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ আচার্য সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

জনবসতির ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে রাজ্যে নতুন আরও ২৫২টি রেশনশপ চালু করা হয়েছে। নতুন এই রেশনশপ চালুর ফলে মোট ৫০৪ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ স'ষ্টি হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব সন্দীপ আর রাঠোর এ সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে নতুন রেশনশপগুলির ডিলারশীপ প্রদানে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, করোনা অতিমারীর প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষকে যথাসম্ভব পরিত্রাণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীনে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের নিয়মিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৫ কেজি হারে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে। রাজ্যে ২০২০-এর এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে এবছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২৫ মাস সময়ে এই স্কিমের আওতায় মোট ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮০৮ মেট্রিক টন চাল এবং ৪,৩৮১ মেট্রিক টন ডাল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। সম্পতি কেন্দ্রীয় সরকার এই যোজনার মেয়াদ এবছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব'দ্ধি করেছে। এরফলে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পরিবার বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব জানান, রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের বাফার স্টোরেজ পরিকাঠামো সম্পসারণে রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলে ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড সেকেরকোটে ৬৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার কিলোলিটার স্টোরেজ ক্ষমতা সম্পন্ন রেলফেড ডিপো তৈরী করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই নতুন রেলফেড ডিপোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজ্যে প্রায় ২৫-৩০ দিনের পেট্রোল ও ডিজেলের বাফার স্টক মজত রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। বিশেষ সচিব জানান, এবারের উৎসব মরসুমে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার রেশন কার্ডধারী পরিবারকে ১৩ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ২ কেজি করে ভর্তকীতে ময়দা এবং খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার পরিবারকে ১৩ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৫০০ গ্রাম করে ভর্তকীতে সুজি বিতরণ করা হচ্ছে। ভোক্তারা বরাদ্দক'ত সামগ্রী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে' এখন পর্যন্ত ১,১৮৮টি এপিএল চা শ্রমিক পরিবারের ৫,১২৩ সদস্যকে নতুনভাবে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের প্রায়োরিটি গ্রপের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসিত রিয়াং (ব) শরণার্থী পরিবারদের গণবন্টনের আওতায় আনার যে কর্মসূচি রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত মোট ২,২৬৯টি রিয়াং শরণার্থী পরিবারকে অন্ত্যোদয় ব রেশন কার্ড প্রদানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকী রিয়াং শরণার্থী পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের কাজ সম্পর্ণ হলে তাদেরকেও এই সুবিধার আওতায় আনা হবে বলে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব সন্দীপ আর রাঠোর সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

সরকার তপশিলি জাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা নিয়েছেঃ তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। আজ অমরপুর মহকুমার রাঙামাটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, এই ছাত্রী নিবাসটি গড়ে উঠলে মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকা এবং দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ছাত্রীরা এখানে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে। শুধু অমরপুর নয় সাবম এবং কুমারঘাটেও আরও দুটি ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী নিবাস তৈরী করা হবে। এর আগে ৫টি হোস্টেল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে আগরতলায় ১টি হোস্টেল ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার তপশিলি জাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। এই অংশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। এসসি কর্পোরেশন থেকেও প্রচুর সংখ্যক তপশিলি অংশের মানুষকে গাড়ি, অটো ইত্যাদি ক্রয় করে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যও অনেককে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্কিমে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য হাঁস, মোরগ, ছাগল, শূকরের ছানা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী মাসের মধ্যেই ভ্যাটেরেনারি মোবাইল ভ্যান পরিষেবা চালু করা হবে। এতে প্রাণীপালকদের আরও সুবিধা হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক রতি দাস বলেন, সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তখিরাই দেববর্মা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাঙামাটি প'ায়েতের প্রধান বুল্টি দাস মজমদার। অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী অনুসুচিত জাতি অভ্যদ্বয় যোজনায় ২৫ জন সুবিধাভোগীকে একটি করে ছাগল, ২৫ জনকে একটি করে শূকর এবং প্রয়োজনীয় পশুখাদ্য ও ঔষধ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা, মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস প্রমুখ।

ছুরিকাহত নয় রেলের ধক্কায় আহত হয় গোপাল নমঃ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। গত ২৬ অক্টোবর ইচা বাজারস্থিত রেল লাইন থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় গোপাল নম নামে এক ব্যক্তি। আহত গোপাল নমর বাড়ি ইচা বাজার শ্রী পল্লী এলাকায়। গোপাল নমর বাবা সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় গোপাল নমকে দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেয়। তারপর পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে অভিযোগ ওঠে গত বুধবার রাতে ইচা বাজার এলাকায় আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে গোপাল নমকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে অভিজিৎ দেব ও বাপ্পি দাশগুপ্ত নামে দুই যুবক। অভিজিৎ দেবের নিকট ৩০০ টাকা পাওনা ছিল গোপাল নম। অভিজিৎ-এর নিকট পাওনা টাকা চাওয়ার পর অভিজিৎ দেব ও বাপ্পি দাশগুপ্ত তাকে ছুরি দিয়ে বুকের মধ্যে আঘাত করে বলে অভিযোগ। আহত গোপাল নম-র পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত দুই যুবককের বিরুদ্ধে এডি নগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সোচ্চার হয় এলাকার একদল যুবক। তাদের বক্তব্য এই ঘটনায় অভিজিৎ দেব ও বাপ্পি দাশগুপ্ত মিথ্যা ফাঁসানো হয়েছে। গোপাল নম ঘটনার দিন রাতে নেশা গ্রস্থ অবস্থায় ছিল। মালগাড়ির ধাক্কায় আহত হয়। পুরো ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করার দাবি জানান তারা। সেদিকে রেল গেইটের দায়িত্বে থাকা রেল কর্মীর বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট বলেও দাবি করেন তারা।

বিরোধীরা দেউলিয়া হয়ে সরকারকে দূর্বল করার চেষ্টা করছেঃ কল্যাণী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। কমিউনিস্ট সহ বিরোধীরা দেউলিয়া হয়ে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে মাঠ গরম করতে ধর্ষণের মতো অপরাধ মূলক ঘটনা নিয়ে মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। এভাবে সরকার এবং প্রশাসনকে দূর্বল করার চেষ্টা করছে তারা। শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিরোধীরা জোট হয়ে এগুলি করছে। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা বললেন বিধানসভার মুখ্য সচেতন কল্যাণী রায়। তিনি এদিন পূর্বতন সরকারের আমলের বিভিন্ন নারী সংক্রান্ত অপরাধ মূলক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধমূলক ঘটনা বর্তমানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার হয় না। আগে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার করে দোষীদের পার পাইয়ে দেওয়া হতো। এবং থানায় অভিযোগ নিয়ে গেলে দুর্বল চার্জশিট গঠন করা হতো। বর্তমান সরকার নারীদের সুরক্ষা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে আইনত কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এই সরকার। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে দোষীদের গ্রেফতার করছে। কুমারঘাটের ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের মধ্যে ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে পাঁচজন কমিউনিস্টের মধুপুষ্ট ও একজন কংগ্রেস কর্মী। কল্যানপুর ঘটনায় সাথেও যারা জড়িত তাদেরও মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ সচেষ্ট। সরকারি পক্ষ থেকে পুলিশকে বলা হয়েছে ধর্ষকের কোন রাজনৈতিক রং হয় না। ধর্ষক ধর্ষকই হয়। যাতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে তার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং ইতিমধ্যে থানায় সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে। যা কমিউনিস্ট সরকারের আমলে কখনো হয়নি বলে জানান তিনি। এদিন কল্যাণী রায় আরো বলেন কমিউনিস্ট সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রীদের কখনো নির্যাতিতার পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। বর্তমান সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতা পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নির্যাতিতার পরিবারকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার পাইয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধীরা যে চক্রান্ত করছে তা বরদাস্ত করা হবে না। আগামী দিনে এর জবাব রাজনৈতিকভাবে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন কল্যাণী রায়। এদিকে এদিন কুমারঘাট সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য সরকার ও বিজেপি বিরুদ্ধে বাম ও কংগ্রেসের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদের মিছিলটি হয় প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে।

ধনছড়ি স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন কংগ্রেসের ডেপুটেশন ঘিরে জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। ধনছড়ী উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় নিয়ে কংগ্রেসের ডেপুটেশনের নামে শুক্রবার মিথ্যা তথ্য তুলে ধরে বলে জানান স্কুলের হেডমাস্টার ও এসএমসি কমিটি সদস্যরা। এই ঘটনা নিয়ে শনিবার এস এম সি কমিটির সদস্যরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। জানা যায় ধনছড়ি স্কুলে শুক্রবার পরীক্ষা চলাকালীন কংগ্রেসের কর্মীরা ডেপুটেশনের নামে স্কুলে ঢুকে পড়ে এবং স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে হেডমাস্টারকে হুমকি প্রদান করে। যদিও স্কুল শিক্ষকরা বলেছিল স্কুলে পরীক্ষা চলছে অন্য একদিন আসার জন্য। কিন্তু তা পাত্তা না দিয়ে স্কুলের পরিত্যক্ত ঘরগুলি এবং মিড ডে মিল নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হয়ে মিথ্যা কথোপকথন তুলে ধরে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি কমিটির সদস্যরা জানায় স্কুলের মধ্যে কম্পিউটার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক , পানীয় জল , মিড ডে মিলের কিচেন রুম থেকে শুরু করে স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীরা স্কুলের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে হুমকি-ধমকি দিয়ে ডেপুটেশনের নামে মিথ্যা সংবাদ তুলে ধরে। যার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার এস এম সি কমিটির সদস্যরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। প্রধান শিক্ষক জানায় কংগ্রেস কর্মীরা, ডেপুটেশনের নামে স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটায়। যে সকল তথ্যগুলি তুলে ধরেছে সবগুলি মিথ্যে বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে ৫৫টি গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ৮,৬১১ জন ব্যবসায়ীকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার (গ্রামীণ) আওতায় আনা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই বিনামূল্যে বীমা করে দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামোন্নয়ন ও প'ায়েত দপ্তরের বিশেষ সচিব সন্দীপ আর রাঠোর এ সংবাদ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬ লক্ষ পরিবারকে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৩৮৪ পরিবারকে পশুপাখি সহ বিভিন্ন সহায়তা, মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৮৯ পরিবারকে মাছের পোনা সহ বিভিন্ন সহায়তা, ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ, উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪০৪ পরিবারকে ক'ষি বিষয়ক বিভিন্ন উপকরন এবং বন দপ্তরের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫টি পরিবারকে গাছের চারা সহ বিভিন্ন উপকরন প্রদান করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব জানান, প'ায়েত দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে রাজ্যের ৫৫টি গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে। আরজিএসএ প্রকল্পে প'ায়েত দপ্তর ৪৪টি প'ায়েত ভবন এবং ২টি ডিস্ট্রিক্ট প'ায়েত রিসোর্স সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে প'ায়েত দপ্তরের বিভিন্ন কাজের সাফল্যস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে দীন দয়াল উপাধ্যায় প'ায়েত স্বশক্তিকরন পুরস্কার, নানাজি দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রামসভা পুরস্কার, চাইল্ড ফ্রেণ্ডলি গ্রাম প'ায়েত পুরস্কার এবং গ্রাম প'ায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অ্যাওয়ার্ড। এছাড়া প'ায়েত দপ্তর ২০১৮ এবং ২০২২ সালে মোট দুইবার ই-প'ায়েত পুরস্কারও লাভ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সাফল্য তুলে ধরে বিশেষ সচিব জানান, ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে মোট ৫,৩৩০টি কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এরমধ্যে এমজিএন রেগায় ২,৪৬৮টি কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রকল্পে ২,৮৬২টি কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৭০.১৮৬ কোটি টাকা। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে বর্তমানে মোট ১,৮৯৯টি কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলছে। তিনি জানান, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজের গতি আনতে এবং তদারকির উদ্দেশ্যে রাজ্যে আরও ২৩টি আরডি সাবডিভিশন অফিস চালু করা হয়েছে।

বিলোনীয়ায় বিএসএফের উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালী

ড্র;নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ অক্টোবর।। দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পক্ষ। সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা এই রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর দেশের একতার মহানায়ক সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মতিথি উপলক্ষে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পক্ষ ঘোষণা করেন। আজ বিএসএফ ২০০ নং ব্যাটেলিয়ন এর পক্ষ থেকে সাড়াসীমা বিওপি থেকে বিলোনিয়া বিওপি পর্যন্ত জনগণের মধ্যে একতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে রাষ্ট্রীয় একতা সাইকেল রেলি করে। বিএসএফ ছাড়াও এই রেলিতে সাধারণ নাগরিক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস বিষয়ে বলতে গিয়ে বিএসএফ ২০০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট রাজনারায়ণ মিশ্র একতার বিষয়ে বলতে গিয়ে সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন আগামী দিনে এই একতা রক্ষায় একতা শৃংখল এবং একতা দৌড় এর আয়োজন করা হবে। দেশবাসীর একতাকে সুদৃঢ় করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক।

রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি মহিলা সমাজদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। রাজ্যজুড়ে নারী নিযার্তনের বিরুদ্ধে বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শনিবার শিবনগরেস্থিত নিজ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

সম্প্রতিকালে এক সপ্তাহের মধ্যে ঘটে যাওয়া চারটি ধষর্ণের বিরুদ্ধে শনিবার শিবনগরেস্থিত নিজ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এদিন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সচিব সীমনি দেব তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে দিন দিন ধষর্ণ বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু সেই সমস্ত ধর্ষকরা রাজনৈতিক রং থাকায় পুরোপুরি শাস্তি পাচ্ছে না।

তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান, অবিলম্বে নারী ধর্ষণকান্ডে যুক্ত সমস্ত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া। তিনি আরও দাবি জানান, ড্রাগ সহ সমস্ত নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করাহোক। সাথে তিনি আরও দাবি জানান, ধর্ষণকান্ডে অপরাধীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। তিনি ত্রিপুরাবাসীকে, নারীধষর্ন, খুন - সন্ত্রাস, ও নেশা কারবারির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

ঊনকোটি জেলার জারুলতলিতে নির্মীয়মান জেলা সংশোধনাগার পরিদর্শনে কারামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ অক্টোবর।। কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল আজ ঊনকোটি জেলার জারুলতলিতে নির্মীয়মান জেলা সংশোধনাগারটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় কারামন্ত্রী জেলা সংশোধনাগার নির্মাণে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। নির্মীয়মান জেলা সংশোধনাগারটি পরিদর্শনের আগে কারামন্ত্রী কৈলাসহরে জেলা সংশোধনাগারে কিচেন ও ডাইনিং হলের দ্বারোদঘাটন করেন। উল্লেখ্য, প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানে করা দপ্তর থেকে জেলা সংশোধনাগারে কিচেন ও ডাইনিং হলের সংস্কার করে নতুন রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। জেলা সংশোধনাগারের কিচেন ও ডাইনিং হলের দ্বারোদঘাটন করে কারামন্ত্রী বলেন, সংশোধনাগারে যারা থাকেন তাদের জন্যও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার সব অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। উল্লেখ্য, জেলা কারাগারে এই কিচেন ও ডাইনিং হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এ উপলক্ষে জেলা সংশোধনাগারের কর্মীগণ রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, সহসভাধিপতি শ্যামল দাস, আই জি প্রিজন অদিতি মজমদার, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যবত নাথ প্রমুখ।

বিলোনীয়ায় নারী সমিতির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৯ অক্টোবর।। পথে নামল ভারতের গণতান্ত্রিক নারী সমিতি বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটি। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ রাজ্যজুড়ে লাগামহীন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বীভৎসতার বিরুদ্ধে সকলকে গর্জে ওঠার আহ্বান রেখে এক প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এক মিছিল সংগঠিত করে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিলোনিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং দোষীদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবি রাখেন এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশের সাথে কথা বলেন। মিছিলটি এক নং টিলা এসে শেষ হয়। পাশাপাশি শনিবার সকাল বেলা সারাভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির নভেম্বর মাসে রাজ্য সন্মেলন। এ রাজ্য সন্মেলন কে সামনে রেখে বিলোনিয়া এক নং টিলা বাজারে ফ্লেগ কালেকশন করছে বলে জানান নারী নেত্রী শিউলি লোধ পাশাপাশি তিনি এও বলেন এই রাজ্য সন্মেলনের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সন্মেলন সফল করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ বলে জানান নারী নেত্রী। দুটো কর্মসূচিতে ছিলেন সারাভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির জেলা সম্পাদিকা শিউলি লোধ, মহকুমা সম্পাদিকা রত্না দাস, নারী নেত্রী খুকু ঘোষ, জোৎস্না দাস, শেফালী মজুমদার, বকুল দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শক্তি দক্ষতা ব্যুরো (বিইই)
বিদ্যুৎ মন্ত্রক, ভারত সরকারের অধীন একটি সংস্থা
চতুর্থ তল, সেবা ভবন, আর.কে. পুরম,
নয়াদিল্লি-১১০০৬৬ (ভারত)
Website:www.beeindia.gov.in,ফোনঃ ০১১-২৬৭৬৬৭০০

সার্বজনিক সূচনা

কিছু কিছু সংস্থা বিইই প্রদত্ত স্টার লেভেল ছাড়াই এলইডি বাল্ব বিক্রি করছে, যা শক্তি দক্ষতা সংরক্ষণ নিয়মের ধারা ১৪এর লঙ্ঘন। এই জন্য, এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে কেনার সময় প্রথমে অবশ্যই সামগ্রীর স্টার লেভেল যাচাই করুন।
সামগ্রী-এর মধ্যে প্রদর্শিত স্টার লেভেল এর প্রমাণ স্বরূপ পরীক্ষা করার জন্য বিইই এর পোর্টালে যান।
www.beestarlabel.com Search / Compare

অধিকৃত লেভেল

অনধিকৃত লেভেল

cbc 34106/12/0008/2223

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সর্বদা বিইই স্টার লাগানো সামগ্রী প্রাধান্য দিন